কমিউনিস্ট ইশতেহার

১৭৫ বছর পর আজও প্রাসঙ্গিক

খালেকুজ্জামান

কমিউনিস্ট ইশতেহার ১৭৫ বছর পর আজও প্রাসঙ্গিক

খালেকুজ্জামান

প্রকাশক : বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ
কেন্দ্রীয় কমিটি
২৩/২ তোপখানা রোড (তৃতীয় তলা), ঢাকা-১০০০
ফোন ও ফ্যাক্স : +৮৮ ০২৪৭১২০২৩১
ই-মেইল : spb@bol-online.com; mail@sbp.org.bd
প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০২৩, ঢাকা, বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ : আব্দুর রাজ্জাক রুবেল
মুদ্রণ : গ্রন্থিক মিডিয়া
১১০ আলিজা টাওয়ার, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২৭১৯১৭৪৭ ই-মেইল : press@gronthik.com
মূল্য : ৩০ টাকা

ভূমিকা

সমাজতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবী সংঘের উদ্যোগে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ মার্কস-এঙ্গেলস প্রণীত *কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার*-এর উপর এক মুক্ত আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকার ধানমন্ডিতে গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালের অধ্যাপক এসআইএমজি মান্নান মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত আলোচনাসভায় সভাপতিত্ব করেন বুদ্ধিজীবী সংঘের আহ্বায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। আলোচনাসভায় অন্যান্যের মধ্যে নির্ধারিত আলোচক হিসেবে বাসদের উপদেষ্টা কমরেড খালেকুজ্জামান ইশতেহারের উপর আলোচনা করেন।

এ বছর ২১ ফেব্রুয়ারি *কমিউনিস্ট ইশতেহার* রচনার ১৭৫ বছর পূর্ণ হয়েছে। ইশতেহার রচনার পর বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক, সামাজিক অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। শ্রমিকশ্রেণির প্রথম ক্ষমতা দখলের অভ্যুত্থান প্যারি কমিউনের পর কমরেড লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে চীন-ভিয়েতনাম, উত্তর কোরিয়া, কিউবাসহ পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার বিপরীতে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা গড়ে ওঠা, ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্ব-ইউরোপে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়, দ্বি মেরু কেন্দ্রীক বিশ্ব থেকে এককেন্দ্রীক বিশ্ব সেখান থেকে আবার বহুকেন্দ্রীক বিশ্ব, নানা উত্থান-পতন ঘটে চলেছে। বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ, সমাজতাত্ত্বিকসহ বুদ্ধিজীবিদের দ্বারা ইশতেহারের সমালোচনা, মার্কসবাদী দর্শন তথা সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শের অকার্যকারিতা ইত্যাদি বিষয়ে নানা অপপ্রচার জারি রয়েছে। এর বাইরেও যারা নিজেদেরকে সমাজতন্ত্রের পক্ষে বলে দাবি করেন তাদেরও অনেকের মার্কসবাদের সঠিক উপলব্ধির অভাবে ইশতেহার ও রুশ বিপ্লব সম্পর্কে নানা নেতিবাচক বক্তব্য রয়েছে। যা শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলনকে প্রতিনিয়ত বিভ্রান্ত করে চলেছে। কমরেড খালেকুজ্জামান *কমিউনিস্ট ইশতেহার* সম্পর্কে আলোচনায় সেসকল নেতিবাচক ধারনার কিছু কিছু বিষয়ে মার্কসবাদী দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করেছেন এবং শ্রমিকশ্রেণির মুক্তির সংগ্রামে *কমিউনিস্ট ইশতেহার* যে আজও প্রাসঙ্গিক তা তুলে ধরেছেন।

ইশতেহার নিয়ে বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য দূর করতে সহায়ক হবে বিবেচনায় কমরেড খালেকুজ্জামানের বক্তব্যটি পুস্তিকাকারে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। আশা করি পুস্তিকাটি আমাদের দলসহ দেশের বামপন্থি আন্দোলনের নেতাকর্মীদের মধ্যে সঠিক ধারণা গড়ে তুলতে সহায়তা করবে। আমরা পাঠকের মতামত প্রত্যাশা করছি।

ধন্যবাদান্তে

বজলুর রশীদ ফিরোজ

সাধারণ সম্পাদক

কেন্দ্রীয় কমিটি

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ

তারিখ : ঢাকা, সেপ্টেম্বর ২০২৩

কমিউনিস্ট ইশতেহার

১

আমরা এমন একটি বই নিয়ে আলোচনার জন্য সমবেত হয়েছি যা এই বছরের ২১ ফেব্রুয়ারি প্রকাশের ১৭৫ বছর পূর্ণ করেছে। *কমিউনিস্ট ইশতেহার* কেন লেখা হয়েছিল সেই জন্মের ইতিহাস সকলেই জানেন, তবু আলোচনার সুবিধার জন্য সংক্ষেপে এর জন্মের বৈপ্লবিক প্রেক্ষিতটিকে উল্লেখ করে নিতে চাই।

১৮৩৪ সালে প্যারিসে মূলত জার্মান নির্বাসিত উদ্বাস্তুদের নিয়ে গোপন সংগঠন 'নির্বাসিতদের লীগ' (Outlaws' League) তৈরি হয়েছিল যা ভেঙে ১৮৩৬ সালে প্যারিসে 'লীগ অব জাস্ট' নাম নিয়ে আর একটি সংগঠন তৈরি হয়। ১৮৩৯ সালের মে-মাসে তাদের এক ব্যর্থ বিপ্লবী কার্যক্রমের পর দুইজন জার্মান-কার্ল শপার ও হেনরিখ বয়ার-পুলিশের হাতে ধরা পড়েন এবং বিতাড়িত হন। তাঁরা লন্ডনে চলে আসেন। ১৮৪০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে 'German Workers' Educational Association' নামে একটি আইনসিদ্ধ সংগঠন তৈরি হয় যা প্রকৃতপক্ষে 'লীগ অব জাস্ট'-এর প্রকাশ্য সংগঠন। ১৮৪৭ সালে 'লীগ অব জাস্ট' মার্কস এবং এঙ্গেলসকে তাদের সংগঠনে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানায় এবং জানুয়ারি মাস থেকে এই প্রস্তাব নিয়ে মার্কসের সাথে আলোচনা শুরু হয়। এই সংগঠনের পক্ষ থেকে মার্কসকে আগেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, কিন্তু তাদের ইউটোপিয়ান সমাজতন্ত্রের ধারণা এবং সংগঠনের সংকীর্ণ ও চক্রান্তমূলক কাজের ধরনের সাথে মার্কসের বিরোধ থাকায় তিনি যোগ দেননি। এইবার তাঁরা মার্কসের নতুন তত্ত্বানুযায়ী সংগঠনকে ঢেলে সাজাতে রাজী হওয়ায় মার্কস, এঙ্গেলস ও তাদের অনুগামীরা লীগের সাথে যোগ দিতে সম্মত হন। ১৮৪৭ সালের জুন মাসে লন্ডনে লীগের প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে প্যারিস কমিটির পক্ষ থেকে এঙ্গেলস উপস্থিত ছিলেন। প্রুশিয়ান স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের হুলিয়া এড়াতে মার্কস সেই সময় ছিলেন বেলজিয়ামে এবং অর্থের অভাবে কংগ্রেসে উপস্থিত হতে পারেন নি। এই কংগ্রেসে সংগঠনের নতুন নামকরণ হয় 'কমিউনিস্ট লীগ'। লীগের দ্বিতীয় কংগ্রেস

অনুষ্ঠিত হয় ডিসেম্বর মাসে, যেখানে মার্কস উপস্থিত ছিলেন। মার্কসের মতকে মেনে নিলেও তখনো 'ট্রু সোশ্যালিস্ট' গোষ্ঠীর সমাজতন্ত্রের ভাবনার প্রভাব ছিল, যে কারণে দ্বিতীয় কংগ্রেসের আগে সেপ্টেম্বর মাসে মার্কস *জার্মান অধিবিদ্যা*-র চতুর্থ অধ্যায় প্রকাশ করেন, যা ছিল 'ট্রু সোশ্যালিস্ট'-দের ভাবনার কড়া সমালোচনা। যাই হোক, মার্কস এই কংগ্রেসে তাঁর তত্ত্বের বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেন। দশদিন ধরে কংগ্রেস চলেছিল এবং কংগ্রেস মার্কসের ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করে। আলোচনার শেষে কমিউনিস্ট লীগের দ্বিতীয় কংগ্রেসের সিদ্ধান্তানুসারে মার্কস এবং এঙ্গেলসকে বিশদ তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক কর্মসূচি (detailed theoretical and practical programme) এবং তার সাথে সংগঠনের উদ্দেশ্য, নীতি ও কর্মপন্থাকে প্রণয়ন করে ঘোষণাপত্র আকারে প্রকাশ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। মার্কস-এঙ্গেলস যৌথভাবে রচনা করেন ঘোষণাপত্র–যা তারপর থেকেই সমগ্র বিশ্বে *কমিউনিস্ট ইশতেহার* নামে পরিচিত এক ঐতিহাসিক দলিল।

সাধারণের জানা আছে যে, এই দলিল মার্কস ও এঙ্গেলসের যৌথ কাজ, তবে মার্কসের মৃত্যুর পর এঙ্গেলস লিখেছেন 'ইশতেহার আমাদের দুইজনের যৌথ প্রকাশনা, তবে যে কথা বলা আমার কর্তব্য বলে মনে করি তা হলো এর মৌলিক প্রস্তাবনা, যা হলো মূল অংশ (nucleus), তা মার্কসের অবদান।' প্রকাশের পর এই একটি মাত্র পুস্তিকা পৃথিবীর ইতিহাসের অগ্রযাত্রাকে যেভাবে প্রভাবিত করেছে তা তুলনাহীন। যেমন, প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ এরিক হবসবম (১৯১৭-২০১২) এই প্রসঙ্গে লিখেছেন যে 'ফরাসি বিপ্লবের ঘোষণাপত্র "নাগরিকের অধিকার"-এর সময় থেকে এই পর্যন্ত এই ছোট পুস্তিকাটি সন্দেহাতীতভাবে সর্বোচ্চ প্রভাবশালী রাজনৈতিক লেখা'। এই কথা শুধুমাত্র কমিউনিস্ট মতধারার সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংযোগ আছে এমন ইতহাসবিদেরাই বলেন তা নয়, এমন কি কমিউনিজমের বিরোধী ইতিহাসবিদরাও সে কথা অস্বীকার করতে পারেন না। আমরা ইতিহাস থেকে জানি এবং *কমিউনিস্ট ইশতেহার* থেকেও আমরা বুঝতে পারি যে, কার্ল মার্কসের আগে থেকেই বিশ্বে বিভিন্ন ধারার সমাজতন্ত্রের ধারণা ছিল। মার্কস এবং এঙ্গেলস অন্য সমস্ত সমাজতন্ত্রের অবাস্তব, অবৈজ্ঞানিক ও কল্পনাশ্রিত ধারণার বিপরীতে নিজেদের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের রূপরেখার জন্ম দিয়েছিলেন এই ইশতেহারে।

মনে রাখতে হবে যে, এই ইশতেহার ইউরোপের প্রত্যাসন্ন বিপ্লবের পূর্ব মুহূর্তে সদ্যগঠিত কমিউনিস্ট লীগ নামে একটি দলের ঘোষণাপত্র হিসাবে রচনা করা হয়েছিল। সর্বহারাশ্রেণি তার নিজস্ব দাবি নিয়ে ১৮৪৮ সালে প্রথম লড়াইয়ে নেমেছিল, যা ইতিহাসে প্যারিস বিপ্লব নামে খ্যাত, আর সেই বিপ্লবের প্রাক মুহূর্তে এই পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল। ব্রাসেলসে বসে মার্কস-এঙ্গেলস *কমিউনিস্ট ইশতেহার* প্রস্তুত করার কাজ শেষ করেন এবং ইংল্যান্ড থেকে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। প্রথম

প্রকাশিত হয় জার্মান ভাষায়, তারপরে ইংরেজি ভাষায় অনুদিত হয়ে প্রকাশিত হয় ১৮৫০ সালে। *কমিউনিস্ট ইশতেহার*-এর আলোচনায় আমাদের দ্বিতীয় আর একটি বিষয়ও মাথায় রাখতে হবে যে, মার্কসের মতবাদ তখনও পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়নি, যদিও মার্কসবাদী বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির প্রথম রূপরেখার প্রকাশ ছিল এই ইশতেহার। মার্কস এবং এঙ্গেলস উভয়েই কিছু বছর ধরে এই দৃষ্টিভঙ্গির পূর্ণ বিকাশের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিলেন এবং মার্কসের সাথে এঙ্গেলসের দেখা হওয়ার আগে দুইজনে স্বতন্ত্রভাবেই একই মতবাদের দিকে হাঁটছিলেন। মার্কস ইতিমধ্যে লিখেছেন *Critique of Hegel's Philosophy of Right* (১৮৪৩-৪৪) যা তাঁর জীবনকালে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। শুধুমাত্র ভূমিকার অংশটুকু *Introduction to Critique of Philosophy of Right* (১৮৪৪) 'জার্মান-ফরাসি বার্ষিকী'-এর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এ ছাড়া মার্কস লিখেছেন *Economic & Philosophic Manuscripts* (১৮৪৪), *Theses On Feuerbach* (১৮৪৪)–কোনটি প্রকাশিত হয়নি। এঙ্গেলস লিখেছেন *Condition of Working Class In England* (১৮৪৪-৪৫)। ১৮৪৫ সালের মধ্যে তাঁরা দুইজনে যৌথভাবে রচনা করেছিলেন *দ্য জার্মান আইডিওলজি* এবং *দ্য হোলি ফ্যামিলি*। *কমিউনিস্ট ইশতেহার*-এর কয়েক মাস আগে প্রকাশিত হয়েছিল *দ্য পোভার্টি অফ ফিলোসফি*-যা ছিল প্রুঁধোর সাথে মতবাদিক বিতর্ক। এইসব লেখায় তাঁরা কিছু কিছু সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তবে তাদের নিজস্ব ধারণাগুলির সম্পূর্ণ প্রকাশ ছিল না।

কমিউনিস্ট ইশতেহার হলো প্রথম দলিল, যেখানে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি, বিপ্লবী তত্ত্ব এবং কর্মের দিকনির্দেশনা সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থিত করা হয়েছিল। ইতিহাসের প্রতিটি যুগে অর্থনৈতিক উৎপাদন এবং তা থেকেই আবশ্যিকভাবে গড়ে ওঠা সমাজের কাঠামো সেই যুগের রাজনৈতিক ও ভাবজাগতিক (political and intellectual) ইতিহাসের মূল ভিত্তি রচনা করে। ফলস্বরূপ, জমির আদিম যূথভুক্ত মালিকানাধিকার অবসানের পর থেকে সমাজ বিকাশের বিভিন্ন স্তরের ইতিহাস হলো শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস, শোষক আর শোষিতের লড়াইয়ের ইতিহাস, অধীনস্ত শ্রেণি ও অধিপতি শ্রেণির লড়াইয়ের ইতিহাস। কিন্তু এই লড়াই ও বিরোধ সমাজ বিকাশের এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, শোষণ, অত্যাচার, নিপীড়ন ও শ্রেণিসংগ্রাম থেকে গোটা সমাজকে চিরকালের মতো মুক্ত না করে, শোষিত ও নিপীড়িত শ্রেণি (প্রলেতারিয়েত বা সর্বহারা শ্রেণি) নিজেকে শোষক ও নিপীড়ক শ্রেণির (বুর্জোয়া শ্রেণির) কবল থেকে মুক্ত করতে পারে না। এটাই হলো মার্কসের অন্যতম মৌলিক ভাবনা যার রূপরেখাটি *কমিউনিস্ট ইশতেহার* এ উপস্থিত করা হয়েছিল।

পুঁজিবাদের জন্ম ও বিকাশ, তার অন্তঃস্থ সহজাত সংকটের চেহারা এবং বুর্জোয়া ও সর্বহারার মধ্যে ক্রমাগত বেড়ে চলা গভীর শ্রেণিদ্বন্দ্বের ব্যাখ্যা তুলে ধরে ইশতেহার।

অর্থনৈতিক বিকাশ, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির অগ্রগতির সাথে উৎপাদিকা শক্তির বিপুল বৃদ্ধি এমন এক স্তরে পৌঁছায় যখন উৎপাদন সম্পর্ক সমাজ অগ্রগতির পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এই বিরোধ পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস না করে নিস্পত্তি করা সম্ভব হয় না। ইশতেহার পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিকদের উপর হিংস্র শোষণের আসল নগ্ন রূপ উন্মোচন করে। পুঁজি মানবিক সম্পর্ক, মানুষের মর্যাদা, জ্ঞান, দক্ষতা সব কিছুকেই করে তোলে বিনিময়যোগ্য পণ্যে। কেবলমাত্র নগ্ন ব্যক্তিস্বার্থ ছাড়া মানুষের সাথে মানুষের সহজ, সুন্দর সম্পর্কের কোন কিছুই যে পুঁজি অবশিষ্ট রাখে না বা রাখতে পারে না, তারই ব্যাখ্যা তুলে ধরে ইশতেহার। পুঁজিবাদের নিশ্চিত ধ্বংসের কথা প্রমাণ করলেও ইশতেহারে মার্কস এবং এঙ্গেলস জোর দিয়ে দেখান যে, এই পুঁজিবাদ নিজে থেকে ধ্বংস হবে না। পুঁজিবাদের কবর খোড়ার জন্য দ্বান্দ্বিক বিচারধারা অনুসারে কোন একটি শ্রেণিকে ভূমিকা পালন করতে হবে। মার্কস-এঙ্গেলস ইশতেহারে দেখালেন যে, সমাজে সেই শ্রেণির আবির্ভাব ঘটেছে এবং সেই শ্রেণিই হলো শ্রমিকশ্রেণি বা সর্বহারা শ্রেণি, যাদের শৃঙ্খল ছাড়া হারাবার কিছু নেই কিন্তু জয় করার জন্য আছে সমস্ত পৃথিবী। আরও একটি কারণে ইশতেহার খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। কেন কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিকশ্রেণির অগ্রগামী বাহিনীর ভূমিকা পালন করে বা করতে পারে মার্কস এবং এঙ্গেলস সে কথা স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করেছিলেন। 'একদিকে কমিউনিস্টরা হলো বাস্তবিক অর্থে প্রতি দেশের শ্রমিক শ্রেণির পার্টিগুলির সর্বাপেক্ষা অগ্রসর ও দৃঢ়চিত্ত অংশ—যে অংশ অন্যান্য সবাইকে সম্মুখপানে এগিয়ে নিয়ে যায়; অপরদিকে, তত্ত্বের দিক দিয়ে বৃহত্তর সর্বহারা জনতার অধিকাংশের তুলনায় তাদের এই সুবিধা যে সর্বহারা আন্দোলনের এগিয়ে যাওয়ার পথ, শর্ত এবং শেষ সাধারণ ফলাফল সম্বন্ধে তাদের স্বচ্ছ ধারণা রয়েছে।'

কিন্তু ইতিহাস বলছে যে, এই পুস্তিকা প্রকাশের পঁচিশ বছর পরেই মার্কস-এঙ্গেলস অনুভব করেছিলেন যে, পরিস্থিতি পরিবর্তনের কারণে ইশতেহারের দুই-এক জায়গা বিস্তৃত করে সমৃদ্ধ করার অবকাশ আছে, কোন কোন বাস্তবতা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে। ১৮৭২ সালের জার্মান সংস্করণের ভূমিকায় মার্কস-এঙ্গেলস ইশতেহারের এমন কয়েকটি ক্ষেত্রের কথা উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করেছিলেন। যেমন, মার্কসীয় দর্শন অনুসারে সর্বত্র এবং সবসময় মূলনীতিগুলির ব্যবহারিক প্রয়োগ নির্ভর করে বিশেষ সময়ের ঐতিহাসিক অবস্থার উপর। এই কারণে তাঁরা ইশতেহারের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে যে বিপ্লবী কর্মপন্থা বা কর্মসূচির প্রস্তাবনা করেছেন তার উপর বিশেষ জোর দেননি। ১৮৭২ সালে তাঁরা বলছেন যে, 'আজকের সময়ে হলে নানা কারণেই সেই অংশ ভিন্নভাবে লিখতে হতো'। অন্য যে সমস্ত পরিবর্তনের কথা তাঁরা উল্লেখ করেছেন তাও খুবই গুরুত্বপুর্ণ। সেই পঁচিশ বছরের মধ্যে তৎকালীন সময়ের আধুনিক যন্ত্রশিল্প বিপুল পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়েছিল, শ্রমিকশ্রেণির পার্টি সংগঠন উন্নত ও প্রসারিত হয়েছিল, প্রথমে ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ও পরে প্যারি কমিউনের বাস্তব অভিজ্ঞতা

শ্রমিকশ্রেণি অর্জন করেছিল। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, মাত্র দুই মাস স্থায়ী হলেও প্যারি কমিউনের মধ্য দিয়েই শ্রমিকশ্রেণি প্রথম রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের অভিজ্ঞতা অর্জন করে। প্যারি কমিউনের অভিজ্ঞতা থেকে শ্রমিকশ্রেণি শিখেছিল যে, 'একটি তৈরি রাষ্ট্রযন্ত্র শুধুমাত্র হাতে পেলেই শ্রমিকশ্রেণি তাকে ধরে রাখতে পারে না এবং নিজেদের কাজে লাগাতে পারে না।' বিশেষত: প্যারি কমিউনের এই অভিজ্ঞতার তাৎপর্য যে কত গুরুত্বপূর্ণ ছিল *সিভিল ওয়ার ইন ফ্রান্স* গ্রন্থে মার্কসের বিস্তৃত আলোচনা থেকে তা উপলব্ধি করা যায়। এছাড়া, চতুর্থ অংশে সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যের আলোচনায় যে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোর উল্লেখ করা হয়েছিল তা শুধুমাত্র ১৮৪৭ সাল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ এবং সেগুলোর অধিকাংশকেই ইতিহাসের অগ্রযাত্রা ইতিমধ্যেই ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিয়েছিল। এইসব কারণে ইশতেহারের কিছু কিছু অংশ সেকেলে হয়ে পড়েছে বলে তাঁরা সেই সময় অনুভব করেছেন, তবে পুঁজির বিকাশ, দ্বন্দ্ব, ধ্বংসের অনিবার্যতা ও বিপ্লবের মার্কসীয় তাত্ত্বিক কাঠামো অটুট ছিল এবং আজও আছে।

কমিউনিস্ট ইশতেহার প্রকাশের পরেই ১৮৪৮ সালের জুন মাসে সংঘটিত হয়েছিল প্যারিস অভ্যুত্থান। সর্বহারা এবং বুর্জোয়াদের মধ্যে প্রথম মহাসংগ্রাম, যা ব্যর্থ হয়। এই কারণে, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ত করার জন্য বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষায় ইউরোপীয় শ্রমিকশ্রেণি যেভাবে মানুষকে উজ্জীবিত করে তুলেছিল তা সাময়িকভাবে হতোদ্যম হয়ে পড়ে। শুধুমাত্র সম্পদশালী বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের লড়াই ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের আগে যেমন ছিল, তেমনভাবেই চলতে থাকে। প্রবল প্রতিক্রিয়াশীল শাসকের আক্রমণ তীব্র আকার ধারণ করে এবং সর্বহারার আন্দোলনের যে কোন রকম সম্ভাবনাকেই নির্মমভাবে দমন করা হতে থাকে। এই রকম পরিস্থিতিতে যখন কমিউনিস্ট লীগকে আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তখন অনেকে মনে করেছিলেন যে, কমিউনিস্ট লীগের কর্মসূচি হিসাবে যেহেতু *কমিউনিস্ট ইশতেহার* প্রকাশিত হয়েছিল, অতএব সেই লীগের অবলুপ্তির পর ইশতেহারের মৃত্যু ঘটবে।

কিন্তু, এরপরে ইউরোপের শ্রমিকশ্রেণি আবার ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করে। 'শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতি' (International Working Men's Association) গড়ে ওঠে। এই সমিতি গড়ে তোলার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপ এবং আমেরিকার সমস্ত জঙ্গি প্রলেতারিয়েত আন্দোলনকে অভিন্ন সংগঠনের আওতায় এনে একটি সংগঠিত বাহিনী গড়ে তোলা। যদিও ইশতেহারকে এই সংগঠনের কর্মসূচি হিসাবে তখনই গ্রহণ করা যায়নি। কারণ, এই সমিতির কর্মসূচি এমনভাবে তৈরি করতে হয় যাতে তা ইংল্যান্ডের ট্রেড ইউনিয়নের কাছে যেমন গ্রহণযোগ্য হবে, তেমনি ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইতালি ও স্পেনে শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে

প্রুধোঁর এবং জার্মানির শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে লাসালের অনুগামীদের কাছেও একই সঙ্গে গ্রহণযোগ্য হয়। মার্কস নিজেই এই সমিতির কর্মসূচির খসড়া রচনা করেছিলেন। ল্যাসালে যদিও বলতেন যে, তিনি মার্কসের 'শিষ্য' (disciple) এবং সেই হিসাবে *কমিউনিস্ট ইশতেহার* তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য, কিন্তু লাসালের সাথে মার্কসের মতবাদের পার্থক্য ছিল খুবই মৌলিক, যা আমরা পরবর্তী সময়ে *ক্রিটিক অব দি গোথা প্রোগ্রাম*-এ মার্কসের আলোচনায় দেখতে পাই। তাতে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, লাসালের অনুগামীদের নিয়ে অগ্রসরের উদ্দেশ্যে ইশতেহারের মূলনীতিগুলো তখন 'শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতি'-এর কর্মসূচি হিসাবে গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না।

১৮৯০ সালের জার্মান সংস্করণের ভূমিকায় এঙ্গেলস উল্লেখ করেছেন যে, মার্কসের সম্পূর্ণ আস্থা ছিল যে, একমাত্র লড়াই-সংগ্রামের মধ্য দিয়েই শ্রমিকশ্রেণির সচেতনতার বিকাশ ঘটবে এবং তখন আবার ইশতেহারের মূলনীতিগুলো তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে। পুঁজির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ছিল নানা উত্থান-পতন এবং যত না জয়ের ঘটনা ছিল তার চেয়েও বেশি ছিল পরাজয়ের ঘটনা, তবু, এঙ্গেলস উল্লেখ করেছেন যে, এই লড়াই মুক্তির যথার্থ পরিস্থিতি সম্পর্কে সংগ্রামী শ্রমিকদের মন তৈরি করে দিয়েছিল। প্রথমে শ্রমিকশ্রেণির বৌদ্ধিক, মানসিক বা নৈতিক বিকাশ ঘটাতে হবে, তারপর লড়াইয়ে যেতে হবে—সেটা হলো ভাববাদী চিন্তা। লড়াই-সংগ্রামের মধ্য দিয়েই শ্রেণিসংস্কৃতি ও শ্রেণিচেতনা ক্রমশ ইস্পাতদৃঢ় চরিত্রের আধার হয়ে ওঠে, প্রথমে ইস্পাতদৃঢ় চরিত্র তৈরি করে তারপর লড়াইয়ের ময়দানে যাওয়ার কথা বস্তুবাদীরা বলেন না। এঙ্গেলস বলেছেন মার্কসের ভাবনা যে যথার্থ ছিল তার প্রমাণ হলো যে, দেখা গেল '১৮৬৪ সালে আন্তর্জাতিক সৃষ্টির সময় শ্রমিকেরা যে অবস্থায় ছিল তা থেকে একেবারে ভিন্ন মানুষ হয়ে তাঁরা বেরিয়ে আসেন ১৮৭৪ সালে, যখন আন্তর্জাতিক ভেঙ্গে' যায়।'

নানা প্রকার ভ্রান্ত মতবাদ সম্পর্কে শ্রমিকশ্রেণি ক্রমশ যতই সচেতন হয়ে উঠতে থাকে, ফ্রান্সে প্রুধোঁর চিন্তার, জার্মানিতে লাসালের চিন্তার প্রভাব ততই দুর্বল হতে থাকে। এই সচেতনতা বৃদ্ধির কারণেই বিশ্ব শ্রমজীবী শ্রেণির রাজনৈতিক দলিল হিসাবে *কমিউনিস্ট ইশতেহার* আবার প্রবলভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে, এমন কি ইংল্যান্ডের রক্ষণশীল ট্রেড ইউনিয়নও ইশতেহারের মূলনীতির বিরোধীতা থেকে সরে আসে। পৃথিবীর সকল দেশের শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে *কমিউনিস্ট ইশতেহার*-এর নীতিগুলো ব্যপক প্রভাব সৃষ্টি করে। অসংখ্য ভাষায় তা অনুদিত হতে থাকে, এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৮৮ সালের ভূমিকায় এঙ্গেলস উল্লেখ করছেন—'এই কারণে আধুনিক শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলনের ইতিহাসের প্রতিফলন অনেকাংশেই *কমিউনিস্ট ইশতেহার*-এর ইতিহাস; নিঃসন্দেহে বর্তমান সময়ে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত অংশে প্রচারিত, সকল সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যের মধ্যে আন্তর্জাতিক

স্তরে সর্বাপেক্ষা বেশি প্রকাশিত, সাইবেরিয়া থেকে ক্যালিফোর্নিয়া পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষের কাছে স্বীকৃত সাধারণ প্ল্যাটফর্ম হলো *কমিউনিস্ট ইশতেহার*।'

মার্কস এবং এঙ্গেলস যখন ইশতেহার রচনা করেন, তখন একে সমাজতন্ত্রের ইশতেহার না বলে কেন *কমিউনিস্ট ইশতেহার* নাম দেওয়া হয়েছিল তার একটা ব্যাখ্যা এঙ্গেলস দিয়েছেন। সেই ব্যাখ্যাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, শুধুমাত্র এই নয় যে, তা আমাদের তৎকালীন আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের স্বরূপ বুঝতে সাহায্য করে, মার্কসীয় বিবেচনাবোধের এক শিক্ষাও তার মধ্যে আছে। এঙ্গেলস লিখেছেন, 'তথাপি এটি যখন লেখা হয়েছিল, আমরা তাকে সমাজতান্ত্রিক ইশতেহার বলতে পারিনি। ১৮৪৭ সালে সমাজতন্ত্রী বলতে বোঝাত একদিকে বিভিন্ন কাল্পনিক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুগামীদের-ইংল্যান্ডে ওয়েনপন্থিদের, ফ্রান্সের ফুরিয়েরপন্থিদের–উভয় ধারাই তখন সংকীর্ণ গোষ্ঠীতে পরিণত হয়ে ক্রমেই লোপ পাচ্ছিল; অন্যদিকে বোঝাত বহুবিধ সামাজিক হাতুড়েদের, যাঁরা পুঁজি এবং মুনাফার জন্য বিপদের কোন কারণ না ঘটিয়ে নানাপ্রকার মেরামতির মাধ্যমে সামাজিক ক্ষোভগুলোর প্রতিবিধানের কথা ঘোষণা করত, উভয় ক্ষেত্রের লোকেরাই ছিল শ্রমিক আন্দোলনের বাইরের এবং তাদের দৃষ্টি থাকত শিক্ষিত শ্রেণির সমর্থনের দিকে। শ্রমিকশ্রেণির যে অংশের মধ্যে নিছক রাজনৈতিক বিপ্লবের অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে প্রত্যয় জন্মেছিল এবং সমাজের আমূল বদলের প্রয়োজনীয়তার কথা ঘোষণা করত, তাঁরা নিজেদের কমিউনিস্ট বলে পরিচয় দিত। অবশ্য এ ছিল স্থূল, অসংস্কৃত ও একেবারেই প্রবৃত্তিজাত ধরনের কমিউনিজম; তথাপি এতে সার কথাটা ধরা পড়েছিল এবং শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে এদের যে শক্তি ছিল তা ফ্রান্সে ক্যাবে (Cabet)-এর এবং জার্মানিতে ভাইটলিং (Weitling)-এর মতো কাল্পনিক কমিউনিজমের জন্ম দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। তাই ১৮৪৭ সালে সমাজতন্ত্র ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণির আন্দোলন আর কমিউনিজম ছিল শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলন। অন্তত ইউরোপ মহাদেশে সমাজতন্ত্র ছিল "মান্যগণ্য" ব্যাপার, আর কমিউনিজম ছিল ঠিক তার বিপরীত। আর প্রথম থেকেই যেহেতু আমাদের ধারণা ছিল যে, "শ্রমিকশ্রেণির মুক্তি হবে শ্রমিকশ্রেণির নিজেরই কাজ", তাই এই দুই নামের মধ্যে কোনটা আমরা নেব সেই বিষয়ে কোন সংশয় ছিল না।'

১৮৭২ সালের জার্মান সংস্করণ যখন প্রকাশিত হয় তখন মার্কস এবং এঙ্গেলস দুইজনেই জীবিত। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, তাঁরা সেই সংস্করণের ভূমিকায় উল্লেখ করছেন যে *কমিউনিস্ট ইশতেহার*-এর অনেক বিষয় অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে, কোন কোন বিষয় রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের কারণে সেকেলে হয়ে পড়েছে। তাহলে সেই সব জায়গায় তাঁরা সংশোধন, সংযোজন ইত্যাদি করলেন না কেন? তাঁরা বলছেন, তা তাঁরা করতে পারেন না, তা করার অধিকার তাদের নেই, যেহেতু ইতিমধ্যেই সেটি ঐতিহাসিক দলিলে পরিণত হয়েছে।

কমিউনিস্ট ইশতেহার আলোচনায় আমাদের এই কথা মনে রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন যে, এটি একটি এমন দলিল যা একটি তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয়তাকে মাথায় রেখে লেখা এবং সেটি ছিল সেই সময়ের ইউরোপের বিপ্লবী পরিস্থিতির প্রয়োজন। আরও সঠিকভাবে বললে বলতে হয় যে, সমগ্র ইউরোপও নয়, ইউরোপের কয়েকটি অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশের উদ্ভূত শ্রমিক বিপ্লবের প্রয়োজনে লেখা। এই কারণে এখানে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি, পুঁজিবাদবিরোধী সর্বহারা বিপ্লবের কথা এবং সেই বিপ্লবের নেতৃত্বকারী শ্রেণি হিসাবে শ্রমিকশ্রেণির কথাই আলোচিত হয়েছে। অর্থনৈতিক বিকাশের প্রেক্ষিতে বিশ্বের পিছিয়ে পড়া অঞ্চল, প্রাক-পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি, উপনিবেশগুলোতে শোষণের রূপ বা শ্রেণি হিসাবে কৃষকদের ভূমিকা ইত্যাদি আলোচনার সুযোগ ছিল না। মার্কসবাদের ভাবনায় এইসব প্রসঙ্গ ও বিশ্লেষণ এসেছে *কমিউনিস্ট ইশতেহার* লেখার পরে। মার্কস ব্রিটিশ উপনিবেশ হিসাবে ভারত সম্পর্কে পাঠ শুরু করেন ১৮৫৩ সাল থেকে যখন তিনি এ সম্পর্কে *নিউইয়র্ক ট্রিবিউন*-এ লিখতে শুরু করেন। আবার, ১৮৪৮ সালের বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার পরেই ১৮৫০ সালে মার্কসের বিশেষ তাগাদায়, যা ভূমিকাতে এঙ্গেলস উল্লেখ করেছেন, এঙ্গেলস লেখেন *দ্য পিজেন্ট ওয়ার ইন জার্মানি* যেখানে তিনি আলোচনা করেন যে, বিপ্লবী সর্বহারার নেতৃত্বে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কৃষকরা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মিত্র শ্রেণি। *কমিউনিস্ট ইশতেহার* আলোচনায় ইশতেহার রচনার ঐতিহাসিক বাস্তবতার প্রেক্ষিত, সীমিত ক্ষেত্র ও উদ্দেশ্য মনে না রাখার জন্যই অনেকে বর্তমানে অহেতুক নানা প্রশ্ন উত্থাপন করেন।

২

সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন বিস্তারের ইতিহাসের বিবেচনায় *কমিউনিস্ট ইশতেহার* দুইটি পর্ব অতিক্রম করে তৃতীয় পর্বে প্রবেশ করেছে। প্রথম পর্বটি ছিল: যখন মার্কস *কমিউনিস্ট ইশতেহার* দিয়ে শুরু করে ঐতিহাসিক বস্তুবাদী ব্যাখ্যার নিরীখে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক কাঠামো যে মানব সমাজের অগ্রগতির জন্য বাধাস্বরূপ তা ব্যাখ্যা করছেন। পুঁজিবাদ-উত্তর কমিউনিস্ট সমাজের ভাবনার তাত্ত্বিক কাঠামো তৈরি করছেন। ইউরোপে সংঘটিত ব্যর্থ বিপ্লবগুলির, বিশেষত: ১৮৪৮ সালের বিপ্লব এবং প্যারি কমিউন, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা থেকে বিপ্লব সম্পর্কে শ্রমিকশ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গিকে স্থির করছেন। প্যারি কমিউনের স্বল্প সময় ব্যতীত সমাজতন্ত্র তখন পর্যন্ত একটি বিপ্লবী ভাবনা মাত্র। এই পর্বের অবসান ঘটেছিল জার-শাসিত রাশিয়ায় শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে নভেম্বর বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার মধ্য দিয়ে এবং ইশতেহার তার উজ্জ্বল ধারণাকে সাথে করেই এই দ্বিতীয় পর্বে প্রবেশ করে।

সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়া গঠনের পর অতি স্বল্পকালের মধ্যেই যে অর্জন সম্ভব হয়েছিল তা ছিল বিস্ময়কর। শিল্প-উৎপাদনে ও কৃষির যন্ত্রীকরণে খুব অল্প

সময়েই দেশটি শতাব্দীর পশ্চাদপদতাকে অতিক্রম করে আধুনিক হয়ে ওঠেছিল। সর্বস্তরে অবৈতনিক শিক্ষা প্রচলন করেছিল এবং দেশ থেকে নিরক্ষরতাকে দূর করে দিয়েছিল। কোন একটি দেশ থেকে পতিতাবৃত্তির মতো আদিম ব্যবসাকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করার গৌরব অর্জন করেছিল সোভিয়েত রাশিয়া। বিনামূল্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করা, সকল কর্মক্ষম নাগরিকের কাজের ব্যবস্থা করা, সমগ্র দেশে যোগাযোগ ও চলাচলের জন্য রেল, বিমান ও সড়ক ব্যবস্থা ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় অত্যাধুনিক পরিকাঠামো নির্মাণ সবই খুব দ্রুত সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া গড়ে তোলে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও মহাকাশ গবেষণায় উৎকর্ষতা ও নব নব উদ্ভাবনের যে স্তরে দেশটি পৌঁছেছিল তা ইউরোপের অন্যান্য দেশ ও আমেরিকার অর্জনকে অতিক্রম করে গিয়েছিল। আমরা সকলেই জানি দীর্ঘ সাত দশক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা হিসাবে সোভিয়েতের তথা শ্রমিকশ্রেণির রাষ্ট্রের এমন অভূতপূর্ব অর্জন ও অগ্রযাত্রা সত্ত্বেও এই ব্যবস্থার পতন ঘটে ১৯৯১ সালে। এই পর্বের অবসানের পর বর্তমান পর্বটিকে আমরা তৃতীয় পর্ব বলতে পারি যখন বিশ্ব-ব্যবস্থা হিসাবে সমাজতন্ত্রের সাময়িক পরাজয় ঘটেছে এবং চূড়ান্তভাবে প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ সারা পৃথিবীর মানুষের ভাগ্যকে তাদের স্বার্থে ব্যবহার করছে। কিন্তু যে বিষয়টি উল্লেখযোগ্য তা হলো প্রতিটি পর্বেই সমাজতন্ত্রের পক্ষে হোক বা বিপক্ষে হোক, সমাজতন্ত্রের শিবিরে হোক বা বিরোধী শিবিরে হোক, প্রাসঙ্গিক আলোচনা-সমালোচনায় ইশতেহারের বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, সোভিয়েতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কারণে পশ্চিমী দুনিয়া, বিশেষত সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের মধ্যমণি আমেরিকার পুঁজিপতি শাসকবর্গ এবং তার সাথে বিশ্ব-বুর্জোয়া শ্রেণির খুশি হওয়ার কোন কারণ ছিল না। তার সাথে এটাও স্বাভাবিক যে তাঁরা নভেম্বর বিপ্লবের অনিবার্যতা এবং সমাজতন্ত্রের ন্যায্যতাকে স্বীকার তো করবেই না, বরং তার শত্রু হয়ে উঠবে। সেই কারণে, আমরা পাই যে, বিপ্লবের পর, এই দ্বিতীয় পর্বে, পশ্চিমী ঐতিহাসিকেরা নভেম্বর বিপ্লবের বৈধতা ও ন্যায্যতা প্রশ্নবিদ্ধ করতে নানা ব্যাখ্যা ও তত্ত্ব উপস্থিত করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছেন। সেই সব ব্যাখ্যা ও তত্ত্ব যে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের চিন্তাবিদদেরও প্রভাবিত করেছিল তা আমরা দেখেছি এবং সমাজতান্ত্রিক শিবিরের কেউ কেউ সেই সব ভ্রান্ত ধারণা সমর্থন করতে আশ্চর্যজনকভাবে ইশতেহার-এর বক্তব্যকে উপস্থিত করেছেন।

আমরা তাদের কথায় পরে আসছি, তার আগে উল্লেখ করা দরকার যে, বুর্জোয়া ইতিহাসবিদরা কি যুক্তি করেছিলেন। এদের মধ্যে অনেকজন থাকলেও আমরা অন্যতম প্রধান একজনের কথা উল্লেখ করি। তিনি জাতিতে রাশিয়ান হলেও জন্ম ইংল্যান্ডে এবং বেড়ে উঠেছেন আমেরিকায়। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতনের পর

তিনি রাশিয়াতে ফিরে আসেন। তিনি আলেকজান্ডার রবিনোউইচ (Alexander Rabinowitch)। রবিনোউইচ তাঁর প্রকাশিত দুখানি বইয়ের জন্য সোভিয়েত ইতিহাসবিদ হিসাবে দীর্ঘদিন ধরে সুপরিচিত। প্রথমটি ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত *প্রিলিউড টু রেভোলিউশন: দি পেত্রোগ্রাদ বলশেভিকস এ্যান্ড দি জুলাই আপ-রাইজিং*, দ্বিতীয় বইটির শিরোনাম *দি বলশেভিকস কাম টু পাওয়ার: দি রেভোলিউশন অব ১৯১৭ ইন পেত্রোগ্রাদ*'। তিনি একটি মতবাদ প্রচার করে আসছেন যে, বিপ্লবের বছরে বলশেভিক পার্টি একটি ঐক্যবদ্ধ (monolithic) দল ছিল না। ছিল চরমপন্থি, নরমপন্থি, উগ্রপন্থি, বামপন্থি, দক্ষিণপন্থি ইত্যাদি নানা উপধারায় বিভক্ত একটি গোষ্ঠী (conglomerate) মাত্র, যেখানে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক প্রশ্নে কোন শৃঙ্খলাবদ্ধ ঐকমত্য ছিল না। রবিনোউইচের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করলেও এই দলে আরও অনেকেই আছেন। তাদের মতে তৎকালীন রাশিয়ার শ্রমিক ও জনসাধারণের ন্যায়সঙ্গত আশা-আকাঙ্ক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লেনিনের নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণির অগ্রগামী বাহিনীর শৃঙ্খলাবদ্ধ সশস্ত্র অভ্যুত্থান নভেম্বর বিপ্লব ছিল না। তারা আরও মনে করেন যে, যেভাবে নভেম্বর বিপ্লবকে সোভিয়েত ইতিহাসবিদরা চিত্রিত করেন তা প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসসম্মত নয়, বরং অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে প্রচারিত একটি কল্পকাহিনি (myth)। তাদের মতে নভেম্বর বিপ্লব সংগঠিত হওয়ার কারণ হিসাবে পশ্চিমী ইতিহাসবিদরা যা বলেন, সেটাই সত্য। অর্থাৎ, নভেম্বর বিপ্লব আসলে একটি ঐতিহাসিক দুর্ঘটনা; বিপ্লবী বামপন্থিদের প্রতি প্রভিশনাল সরকারের দৃঢ়তা প্রদর্শনের ব্যর্থতার ফল; সুপরিচালিত সামরিক ক্যু; তৎকালীন জার-শাসিত রাশিয়ার শত্রু জার্মানির আর্থিক সাহায্যে একনায়কতান্ত্রিক লেনিনের নেতৃত্বে অতি মুষ্টিমেয় কিন্তু দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ কয়েকজন অশ্রমিক বুদ্ধিজীবীর সংঘটিত চক্রান্তমূলক ঐতিহাসিক অঘটন। (রবিনোউইচ, ২০১৭) সমাজতন্ত্রের বিরোধী বুর্জোয়া গণতন্ত্রে বিশ্বাসী পন্ডিতেরা খুব স্বাভাবিক কারণেই যে ভাষ্য বহুকাল যাবত রচনা করে আসছিলেন, অর্থাৎ নভেম্বর বিপ্লবের কোন জনভিত্তি ছিল না এবং এই বিপ্লব আসলে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের জোর করে ক্ষমতা দখল করে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঘটনা (জ্যানসেন, ১৯৮২, পৃ-vii)।

এই সব পশ্চিমী বুর্জোয়া ব্যাখ্যাকাররা *কমিউনিস্ট ইশতেহার* থেকে একটা উদ্ধৃতি উপস্থিত করেন। সেখানে বলা হয়েছে: 'অতীতের প্রতিটি ঐতিহাসিক আন্দোলন ছিল অতি ক্ষুদ্রাংশের আন্দোলন বা ক্ষুদ্রাংশের স্বার্থে আন্দোলন। সর্বহারার আন্দোলন হচ্ছে বিপুল সংখ্যাগুরুর স্বার্থে সংখাধিক্যের আন্দোলন। বর্তমান সমাজের নিম্নতম স্তর, প্রলেতারিয়েত, সমাজের উপর কর্তৃত্বকারি সমগ্র উপরিস্তরকে শূন্যে ছুঁড়ে ফেলে না দিয়ে আলোড়িত হতে পারে না, নিজেকে মাথা তুলে দাঁড় করাতে পারে না।' (ইশতেহার, ২০১২, পৃ-৪৯) একই সাথে তাঁরা মার্কস ১৮৫৯ সালে তাঁর রাজনৈতিক অর্থনীতির সমালোচনার ভূমিকায় যা বলেছিলেন তা উদ্ধৃত করেন। মার্কস

বলেছিলেন: 'কোন সমাজব্যবস্থার পক্ষে যথোপযুক্ত সমস্ত উৎপাদিকা শক্তি বিকাশ লাভ করার আগে কখনো ধ্বংস হয়নি এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না পুরনো সমাজ ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে উন্নততর নতুন উৎপাদন সম্পর্ক প্রতিস্থাপনের বস্তুগত শর্তগুলো পরিপূর্ণতা (maturity) লাভ করেছে ততক্ষন পর্যন্ত পুরনো উৎপাদন সম্পর্ককে কখনো প্রতিস্থাপন করা যায়নি।' (মার্কস, ১৮৫৯, পৃ-১২) এই সমালোচকরা মনে করেন মার্কসের এই বিশ্লেষণ অনুযায়ী রাশিয়ার ক্ষেত্রে নভেম্বর বিপ্লবের সময় এই শর্তগুলো উপস্থিত ছিল না এবং এই কারণেই এটা কোন বিপ্লব নয়, সামরিক কূ্য।

তাদের যুক্তির সপক্ষে অত্যন্ত ভুলভাবে সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত করেন ইতালিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা গ্রামসির ১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ। যেখানে গ্রামসি এক জায়গায় বলেছেন: 'বলশেভিক বিপ্লব বাস্তব ঘটনাকে ভিত্তি করার থেকে অনেক বেশি মতাদর্শের উপর ভিত্তি করে সংঘটিত হয়েছে (তাই, দিনের শেষে, আমরা ইতিমধ্যে যা জানি তার চেয়ে বেশি কিছু জানার দরকার নেই)। এটি কার্ল মার্কসের *পুঁজি* গ্রন্থের চিন্তার বিরুদ্ধে গিয়ে একটি বিপ্লব। রাশিয়ায় মার্কসের *পুঁজি* যত না সর্বহারা শ্রেণির বই ছিল, তার চেয়েও বেশি ছিল বুর্জোয়াদের জন্য বই। সর্বহারা শ্রেণির ক্ষমতা দখল সম্পর্কে, তাদের শ্রেণি চাহিদা সম্পর্কে, বিপ্লব সম্পর্কে এমনকি চিন্তা করার আগে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হাজির করার প্রয়োজন ছিল এটা দেখানোর জন্য যে, রাশিয়ায় একটি বুর্জোয়াশ্রেণি ছিল, সেখানে একটি পুঁজিবাদী যুগ ছিল, পশ্চিমা-ধাঁচের অগ্রযাত্রা ছিল।' (গ্রামসি, ১৯১৭) তাদের মতানুসারে নভেম্বর বিপ্লব প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লব ছিল না, গ্রামসির কথা থেকে সেটাই নাকি প্রতিষ্ঠিত হয়। কারণ, গ্রামসিই তো বলেছেন, শ্রমিকশ্রেণি তখনো সেই স্তর পর্যন্ত বিকশিত ছিল না যে, তাঁরা বিপ্লবের কথা চিন্তা করবে। শ্রমিকশ্রেণি যদি শ্রেণি হিসাবে বিকশিত না হয়ে থাকে, তাহলে বিপ্লব যেটা হলো সেটা কী? অতএব, তাদের ব্যাখ্যা হলো সেটা ছিল মুষ্টিমেয় কয়েকজন বুদ্ধিজীবীর অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ক্ষমতা দখল করা, আর সেই কথার সমর্থনেই গ্রামসির উদ্ধৃতির ব্যবহার। আবার, সেই প্রবন্ধেই গ্রামসি ঐ উদ্ধৃত অংশের পরেই বলেছিলেন–'রাশিয়াকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের নিয়মানুসারে বিকাশ লাভ করতেই হবে বলে যে গুরুত্বপুর্ণ ধারণা (critical notion) ছিল তাকে সংঘটিত ঘটনাবলি চূর্ণ করে দিয়েছে। বলশেভিকরা মার্কসকে বিরোধিতা (denounce) করে তাদের কাজ এবং অর্জনের মধ্য দিয়ে দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করেছে যে, সকলে যেভাবে চিন্তা করে বা এতকাল চিন্তা করে এসেছে, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ তেমন প্রস্তরখচিত কিছু নয়।' গ্রামসিকে উদ্ধৃত করে নভেম্বর বিপ্লব সম্পর্কে পশ্চিমী দুনিয়ার এমন একটি মতবাদ প্রচার করার উদ্দেশ্য খুব গভীর। কারণ, এর দ্বারা কার্যত তাঁরা শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবের 'ঐতিহাসিক অনিবার্যতা' (historical necessity)-কে আড়াল করতে চান, সমাজ বিকাশের বস্তুবাদী ব্যাখ্যাকে মিথ্যা প্রমাণ করতে চান।

তবে এই প্রসঙ্গে গ্রামসির বক্তব্য বিচার করাও গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, তাঁর এই বক্তব্যের মধ্য দিয়েই অনেকে মার্কসের ইতিহাস ও বিপ্লব সম্পর্কিত সমালোচনামূলক ব্যাখ্যা (critique) উপস্থিত করেন। নিশ্চিতভাবে বলা চলে গ্রামসির এই মার্কসীয় ব্যাখ্যার সঙ্গে মার্কসের বক্তব্যের কোন সাজুয্য নেই এবং সেই কারণে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়। নভেম্বর বিপ্লবের চরিত্র বোঝার জন্য গ্রামসিসহ অনেকের যে ধারণা, অর্থাৎ ইউরোপের পশ্চিমাঞ্চলের তুলনায় শিল্প বিকাশের আপেক্ষিক পশ্চাদপদতা ও মধ্যযুগীয় ভূমি-ব্যবস্থা ও কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার জন্য রাশিয়াতে সেই সময় শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে বিপ্লব সম্ভব ছিল না—তার ভ্রান্তির প্রসঙ্গ আলোচনা করা প্রয়োজন। এক কথায় বলা চলে যে, ঐতিহাসিক বস্তুবাদের নিয়মানুসারে তেমন সিদ্ধান্ত মার্কস কখনো করেননি, মার্কসীয় সাহিত্যে তার অনেক প্রমাণ আমাদের সামনে আছে। অবশ্য গ্রামসির উক্তি প্রসঙ্গে একটি কথা বলে নেওয়া ভালো যে, যখন তিনি এই উক্তি করেছিলেন (ডিসেম্বর, ১৯১৭) তখনো ইতালিতে কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়নি। গ্রামসি একটি সমাজতন্ত্রী দলের (PSI) সাথে যুক্ত ছিলেন যাদের লেনিনবাদের প্রতি আস্থা ছিল না। এই দলের অভ্যন্তরে দুইটি গোষ্ঠী ছিল যার একটির নেতৃত্বে ছিলেন মুসোলিনি যিনি পরবর্তীকালে ফ্যাসিস্ট বলে পরিচিত। সেই বিচারে গ্রামসি তখনো পর্যন্ত মার্কসবাদকে কতখানি পাঠ করেছিলেন, কেমন বুঝেছিলেন এবং কী অর্থে গ্রহণ করেছিলেন তা জানা জরুরি। এই উক্তির প্রায় সাড়ে তিন বছর পর ইতালিতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অনুসারী কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কারণেই বলেছিলাম যে, এই সময়ে গ্রামসির লেখার উদ্ধৃতি ব্যবহার যথার্থ হয় না।

মার্কস ঐতিহাসিক বস্তুবাদের নিয়মানুসারে পুঁজিবাদের অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন শ্রেণির অবস্থান ও তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, উৎপাদন সম্পর্ক বিকাশের ধারা ও উৎপাদিকা শক্তির সাথে তার দ্বন্দ্বের রূপ ইত্যাদি অনুসন্ধান করেছিলেন। সেই সময়ে ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে ইংল্যান্ড ছিল শিল্পোন্নত পুঁজিবাদের আদর্শ রাষ্ট্র। মার্কস *দাস ক্যাপিটাল*-এর প্রথম খণ্ডে বিশ্লেষণের জন্য স্বাভাবিকভাবেই বেছে নিয়েছিলেন ইংল্যান্ডকে। কিন্তু পরবর্তী খণ্ডের আলোচনার জন্য আমেরিকার অর্থনৈতিক বিকাশের ইতিহাস এবং বেলজিয়ামের কৃষি ব্যবস্থা সম্পর্কে অধ্যয়নের পাশাপাশি অত্যন্ত গুরুত্ব দেন রাশিয়ার কৃষি অর্থনীতি ও ভূমি ব্যবস্থার বিশ্লেষণের উপর। এই উদ্দেশ্যে তিনি রাশিয়ান ভাষাও রপ্ত করেন। জার শাসিত রাশিয়ায় ঊনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশক পর্যন্ত জমিদারি ব্যবস্থাই ছিল অর্থনীতির মূল বৈশিষ্ট্য যার মূল ভিত্তি ছিল ভূমিদাসত্ব। ১৮৬১ সালে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে জারের রাশিয়া পরাজিত হয়। গ্রামাঞ্চলে জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষক বিদ্রোহের সম্ভাবনা দেখা দেয়। সেই বিদ্রোহ প্রশমিত করতে স্বৈরাচারী শাসকের কাছে দাসপ্রথা বিলোপ করা ব্যতীত দ্বিতীয় কোন রাস্তা খোলা ছিল না। ইউরোপের বুর্জোয়ারা এই সিদ্ধান্তকে 'মুক্তিদাতা' জারের 'মহান কাজ' হিসাবে

আখ্যা দিয়ে তাঁর সুখ্যাতিতে মেতে উঠেছিল। ভূমিদাসত্ব রদ করা রাশিয়ার সমাজ পরিবর্তনের ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা, কারণ কৃষকদের অস্থাবর সম্পত্তি হিসাবে কেনা-বেচা করার প্রথা এর দ্বারা বন্ধ হয়। কিন্তু মার্কস ও এঙ্গেলস বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন যে, এই প্রথা তুলে দেওয়ায় কৃষকদের অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটেনি। (ফেদোসিয়েভ, ১৯৭৩, পৃ-৬২৪)

রাশিয়ার ভূমি ও কৃষি ব্যবস্থায় নানা রকমের কৃষি উৎপাদকের উপস্থিতি ছিল, যার কারণে কৃষক সমাজ নানা প্রকারের ভূমি সম্পর্কে আবদ্ধ ছিল। অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া ভূমিদাসত্ব ব্যবস্থা থেকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় সেখানে অভূতপূর্ব তীব্র শ্রেণি-দ্বন্দ্বের উন্মেষ ঘটছিল এবং বিপ্লবী আন্দোলন দ্রুত বিকাশ ঘটছিল। রাশিয়ার সংস্কার-উত্তর পরিস্থিতিতে পুঁজিবাদের বিকাশের ধারাটি অনুসন্ধান করার ইচ্ছাই মার্কসকে রাশিয়ার সমাজ, ইতিহাস, কৃষি ব্যবস্থা, শ্রেণিদ্বন্দ্বের স্বরূপ, বিপ্লবী আন্দোলনের উন্মেষের চরিত্র ইত্যাদির প্রতি আগ্রহী করে তোলে। কারণ, মার্কস ইতিমধ্যেই তাঁর পুঁজি প্রথম খণ্ডে পুঁজিবাদ ও সমাজ বিকাশের তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণ করেছিলেন। *দাস ক্যাপিটাল*-এর তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকায় এঙ্গেলস লিখেছেন, 'সত্তরের দশকে মার্কস এই অংশের (অর্থাৎ দাস ক্যাপিটালের তৃতীয় খণ্ডে) জন্য সম্পূর্ণ নতুন করে জমির খাজনা নিয়ে বিশেষ গবেষণায় নিয়োজিত হন। রাশিয়ায় ১৮৬১ সালের "সংস্কার"-এর কারণে যে পরিসংখ্যানগত প্রতিবেদনগুলির প্রকাশনা অনিবার্য ছিল এবং তার সাথে জমির মালিকানা সম্পর্কিত অন্যান্য প্রকাশনা সেইসব বহু বছর ধরেই তিনি মূল রাশিয়ান সূত্র থেকেই অধ্যয়ন করেছিলেন, এই মূল সূত্রগুলি থেকে সংক্ষিপ্তসার লিখে রাখছিলেন, তাঁর রাশিয়ান বন্ধুদের সহযোগিতায় তাঁর সংগ্রহ প্রশংসনীয়রকমভাবে সম্পূর্ণ করে তুলেছিলেন এবং মনস্থির করেছিলেন যে, এই অংশের (অর্থাৎ দাস ক্যাপিটালের তৃতীয় খণ্ডে) একটি নতুন সংস্করণের জন্য সেইসব তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করবেন। (তিনি মনে করেছিলেন যে,) প্রথম খণ্ডের ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডের শিল্প-শ্রমিক ও মজুরি যে ভূমিকা পালন করেছিল, রাশিয়ায় জমির মালিকানা এবং কৃষি উৎপাদকদের শোষণের বিভিন্ন ধরণের কারণে, ভূমির-খাজনা নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে এই দেশটি একই ভূমিকা পালন করবে। দুর্ভাগ্যবশত (অকাল মৃত্যু) তাকে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছিল।'

রাশিয়ার বিপ্লবী ভাবনার উন্মেষ ঘটেছিল অবশ্য অনেক আগে থেকেই, বলা চলে ঊনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকের শেষ দিক থেকেই। *কমিউনিস্ট ইশতেহার* রচিত হওয়ার আগেই, মার্কসের সাথে রাশিয়ার তরুণ বিপ্লবীদের যোগাযোগ ছিল এবং রাশিয়ার বুদ্ধিজীবিরাও শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবের অত্যন্ত অগ্রসর তত্ত্ব ও সেই আন্দোলনের ধারার সাথে পরিচিত ও যুক্ত ছিলেন। এই কারণেই এটা খুব বেশি চমকপ্রদ ঘটনা নয় যে, সর্বহারা শ্রেণির বিকাশের সাপেক্ষে ইউরোপের

অগ্রসর দেশগুলোর তুলনায় পিছিয়ে পড়া রাশিয়াতেই *দাস ক্যাপিটাল*-এর প্রথম অনুবাদ প্রকাশ হয়েছিল। বাকুনিনের নৈরাজ্যবাদী চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত নারদনিক মতবাদে বিশ্বাসী এক শ্রেণির তরুণের মধ্যে রাশিয়ায় বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা ছিল তীব্র। ফ্লেরোভস্কির (FlerovsKz) লেখা *দি কনডিশন অব দি ওয়ার্কিং ক্লাস ইন রাশিয়া* বইটি কিন্তু লেখা হয়েছিল সেই শতাব্দীর সাতের দশকের আগেই। আরও একটি তথ্যও কিন্তু খুবই উল্লেখযোগ্য। তাহলো, ১৮৭০ সালে ফ্লেরোভস্কিসহ রাশিয়ার তরুণ বিপ্লবীদের অনুরোধে মার্কস প্রথম আন্তর্জাতিকের জেনারেল কাউন্সিলে রাশিয়ার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। (এঙ্গেলসকে লেখা চিঠি, ২৪ মার্চ, ১৮৭০)

রাশিয়ায় বিপ্লবের সম্ভাবনার জমি প্রস্তুত ছিল না এবং এই বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে পরিস্থিতি পরিপক্ক হয়ে ওঠার আগেই ইত্যাদি পশ্চিমী পণ্ডিতদের ভাষ্যের কারণ মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদের খণ্ডিত ও একপেশে উপলব্ধি। এই কথা রাশিয়ার প্রাক-বিপ্লব পরিস্থিতির বিকাশের এই সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনা এবং তৎসম্পর্কে মার্কসের বিশ্লেষণ অনুধাবন করলে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। একইভাবে নভেম্বর বিপ্লব সম্পর্কে গ্রামসির বিশ্লেষণ অর্থাৎ বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল মার্কসের চিন্তার বিরুদ্ধে গিয়ে, তারও কোন যৌক্তিকতা নেই। ১৮৮২ সালে *কমিউনিস্ট ইশতেহার*-এর রাশিয়ান অনুবাদের ভূমিকায় মার্কস-এঙ্গেলস যা বলেছিলেন তা হয়ত অনেকেই অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁরা লিখেছিলেন—'১৮৪৮-১৮৪৯ সালের বিপ্লবের সময় শুধু ইউরোপীয় রাজন্যবর্গ নয়, ইউরোপের বুর্জোয়া শ্রেণি পর্যন্ত সদ্য জাগরণোন্মুখ প্রলেতারিয়েতের হাত থেকে উদ্ধার পেতে রাশিয়ার হস্তক্ষেপকেই একমাত্র উপায় হিসাবে দেখেছিল। জারকে তখন ঘোষণা করা হয়েছিল ইউরোপের প্রতিক্রিয়ার প্রধান নেতা হিসাবে। সেই জার আজ বিপ্লবের কাছে গাৎচিনায় যুদ্ধবন্দির মতন, **আর ইউরোপের বিপ্লবী আন্দোলনের অগ্রদূত হয়ে উঠেছে রাশিয়া (Russia forms the vanguard of revolutionary action in Europe)**।

আধুনিক বুর্জোয়া সম্পত্তির আসন্ন বিলুপ্তির অপরিহার্যতা ঘোষণা করাই ছিল *কমিউনিস্ট ইশতেহার*-এর উদ্দেশ্য। কিন্তু রাশিয়াতে দেখি দ্রুত বর্ধিষ্ণু পুঁজিবাদী জুয়াচুরি ও বিকাশোন্মুখ বুর্জোয়া ভূ-সম্পত্তির মুখোমুখি রয়েছে দেশের অর্ধেকের বেশি জমি জুড়ে চাষিদের যৌথ মালিকানা। সুতরাং প্রশ্ন ওঠে যে, অত্যন্ত দুর্বল হয়ে এলেও জমির উপর মিলিত মালিকানার আদি রূপ এই রুশ অব্শ্চিনা বা কমিউনিটি (obshchina) কি কমিউনিস্ট সাধারণ মালিকানার উচ্চতর পর্যায়ে সরাসরি রূপান্তরিত হতে পারে? নাকি পক্ষান্তরে তাকেও যেতে হবে ভাঙনের সেই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যা পশ্চিমের ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারা হিসাবে প্রকাশ পেয়েছে?

এর একমাত্র যে উত্তর দেওয়া আজ সম্ভব তা হলো এই: রাশিয়ার বিপ্লব যদি পশ্চিমে প্রলেতারিয় বিপ্লবের সংকেত হয়ে ওঠে যাতে দুই বিপ্লব পরস্পরের পরিপূরক হয়ে

দাঁড়ায়, তাহলে রুশদেশে ভূমির বর্তমান যৌথ মালিকানা কাজে লাগতে পারে কমিউনিস্ট বিকাশের সূত্রপাত হিসাবে'।

এখান থেকে কি এমন সিদ্ধান্ত করা যায় যে, মার্কসবাদ অনুযায়ী রাশিয়ায় বিপ্লবের কোন সম্ভাবনা ছিল না? এর দ্বারা কি প্রমাণ হয় যে, মার্কস ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অনুসারে সমাজ বিকাশের একটি নিশ্চল ধারণা পোষণ করতেন? বরং আমরা বুঝতে পারি যে, মার্কস ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অনুযায়ী সমাজ বিকাশের ধারাকে কখনো যান্ত্রিকভাবে সরল একরৈখিক মনে করেননি। তিনি কখনো এমন সিদ্ধান্ত করেননি যে, দুনিয়ার যে কোন দেশেই একমাত্র বুর্জোয়াশ্রেণির পরিপূর্ণ বিকাশ এবং বিপুল সংখ্যায় সর্বহারার আবির্ভাব ঘটলেই–ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবের মধ্য দিয়ে যেমনটি ঘটেছিল–সেই দেশে বিপ্লব সংঘঠিত হতে পারে এবং সেটাই একমাত্র সমাজবিকাশের ধারা। ঠিক এই প্রসঙ্গে মার্কসের বক্তব্য জানার জন্য একটি তথ্য দেওয়া যেতে পারে। ১৮৭৭ সালে *Otecestvenniye ZapisKz* নামের এক পত্রিকায় 'Karl Marx Before the Tribunal of M. ShukovsKz' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেই প্রবন্ধে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ও রাশিয়ার পরিস্থিতি সম্পর্কে মার্কসের বক্তব্য বলে যা প্রকাশিত হয়েছিল তার ভ্রান্তি নিরসনে মার্কস নিজেই পত্রিকার সম্পাদককে একটি চিঠি লেখেন। মার্কসের লেখা সেই চিঠি বর্তমান প্রসঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল। মার্কস সুস্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছিলেন–'উপসংহারে বলি, যেহেতু আমি "কোনকিছু অনুমান করার উপর" ছেড়ে দিতে পছন্দ করি না, সেহেতু আমি সরাসরি প্রসঙ্গেই চলে আসছি। রাশিয়ায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন উপলব্ধি করার জন্য আমি যাতে যোগ্যতা অর্জন করতে পারি, তার জন্য আমি রাশিয়ান ভাষা শিখেছি এবং তারপর বহু বছর ধরে রাশিয়ার সরকারি প্রকাশনা এবং অন্যদের লেখাপত্র পড়াশোনা করেছি। আমি এই উপসংহারে পৌঁছেছি: পুঁজিবাদী শাসনের সমস্ত অনভিপ্রেত সর্বনাশা বিবর্তনের (fatal vicissitudes) মধ্য দিয়ে যাওয়ার জন্য রাশিয়া যদি ১৮৬১ সাল থেকে যে পথ অনুসরণ করছে সেই পথেই চলতে থাকে, তবে ইতিহাস একটি জাতিকে এযাবৎকালের মধ্যে যে চমৎকার সুযোগটি দিয়েছে রাশিয়া সেই সুযোগটি হারাবে।' (মার্কস, ১৮৭৭)

সেই চিঠির আর এক অংশে তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছেন–'এখন আমার সমালোচক এই ঐতিহাসিক নকশা (historical sketch) রাশিয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে কী পেয়েছেন? শুধুমাত্র এই: যদি রাশিয়া পশ্চিমা ইউরোপীয় দেশগুলির মতো পুঁজিবাদী দেশ হয়ে ওঠার দিকে ঝুঁকতে থাকে, এবং গত কয়েক বছরে সেই দিকে যাওয়ার জন্য সে অনেক কষ্ট স্বীকার করছে–তাহলে সে প্রথমে কৃষকদের একটি বড় অংশকে সর্বহারায় রূপান্তরিত না করলে সফল হবে না; এবং তারপর একবার পুঁজিবাদী শাসনের অভ্যন্তরে নিতে পারলে অন্যান্য অবহেলিত মানুষদের মতোই

রাশিয়াও পুঁজিবাদের নিষ্ঠুর নিয়মের অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। এই হলো মোদ্দা কথা। কিন্তু আমার সমালোচকের কাছে এটাই যথেষ্ট মনে হয়নি। তিনি পশ্চিম ইউরোপের পুঁজিবাদের জন্ম সম্পর্কে আমার ঐতিহাসিক রূপরেখাকে আকৃতিগত রূপান্তর (metamorphose) ঘটিয়ে প্রতিটি মানুষের উপর ভাগ্য আরোপিত ইতিহাস-দর্শনগত (historico-philosophic) একটি সাধারণ তত্ত্বে পরিণত করার দায়বদ্ধতা অনুভব করেছেন, যাতে ঐতিহাসিক পারিপার্শ্বিকতা যাই হোক না কেন, তার মধ্যেই, সামাজিক শ্রমের উৎপাদিকা শক্তির সর্বাধিক সম্প্রসারণসহ, সেটা শেষ পর্যন্ত উপনীত হতে পারে অর্থনীতির কাঠোমোয় যা মানুষের বিকাশের সর্বোচ্চ সম্পূর্ণতা নিশ্চিত করতে পারে। কিন্তু আমি তাঁর কাছে মার্জনা চাইছি। (তিনি আমাকে একই সাথে বেশি বেশি সম্মান ও লজ্জা দিয়েছেন)। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক।'

'*পুঁজি* গ্রন্থের অনেক জায়গাতেই আমি প্রাচীন রোমের ভাগ্য তাড়িত সাধারণ মানুষের কথা উল্লেখ করেছি। তাঁরা আদিতে বন্ধনহীন কৃষকই ছিল, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের নিজের ভূমিখণ্ড নিজের মতো করে চাষ করত। রোমান ইতিহাসের ধারাতে তাঁরা দখলচ্যুত হয়। একই ধারা যা তাদেরকে তাদের উৎপাদনের হাতিয়ার এবং গ্রাসাচ্ছদনের জীবিকা থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল, সেই ধারাতেই শুধু বড় ভূসম্পত্তি সৃষ্টি হয়েছিল তা নয়, বড় মুদ্রা পুঁজিও সৃষ্টি হয়েছিল। এবং কোন এক সুপ্রভাতে দেখা গেল একদিকে রয়েছে বন্ধনহীন মানুষের দল যাদের কাছ থেকে শ্রমশক্তি ব্যতীত সমস্ত কিছু নিয়ে নেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে, শ্রমকে আত্মসাৎ করার জন্য রয়েছে তারা যাদের দখলে আছে সমস্ত সৃষ্ট সম্পদ। কি ঘটল? রোমান প্রলেতারিয়েতরা মজুরি শ্রমিকে পরিণত হলো না, হয়ে উঠল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলের পূর্বতন "পুওর হোয়াইট"-দের চেয়েও বেশি হতদরিদ্র "কিছু করার নেই" এমন এক দঙ্গল মানুষ এবং তার সাথে সেখানে গড়ে উঠল এমন এক উৎপাদন ব্যবস্থা যা পুঁজিবাদী নয় বরং দাস-ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। তাহলে, চমকপ্রদভাবে অনুরূপ দুইটি ঘটনা ভিন্নতর ঐতিহাসিক পারিপার্শ্বিকতায় সংঘটিত হয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিণতির দিকে গেল। এই সমস্ত বিবর্তনের প্রতিটির স্বরূপ পৃথকভাবে পর্যালোচনা করলে এবং তারপর তাদের মধ্যে তুলনা করলে যে কেউ সহজেই ঘটনার অন্তর্নিহিত সূত্র খুঁজে পাবেন, কিন্তু কেউ কখনোই কোনো সার্বজনীন চাবিকাঠি দিয়ে ইতিহাস-দর্শনগত (historico-philosophic) সাধারণ তত্ত্বে—যার সর্বোত্তম গুণ নিহিত থাকে অতি-ঐতিহাসিকতা হয়ে ওঠার মধ্যে-সেইখানে পৌঁছাতে পারবেন না।' (মার্কস, ১৮৭৭)

অতএব, মার্কস-এঙ্গেলস কখনোই ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থা ও ঐতিহাসিক পারিপার্শ্বিকতা নিরপেক্ষ এক যান্ত্রিক ও একরৈখিক তত্ত্বে পরিণত করেননি। তাঁরা বলেননি যে, পুঁজিবাদের বিকাশের ক্ষেত্রে ইংল্যান্ড

যেমন যেমন স্তর যেমন যেমনভাবে অতিক্রম করেছিল, ঠিক তেমনভাবেই দুনিয়ার সমস্ত দেশে পুঁজিবাদ বিকশিত হবে। তাঁরা এমন সিদ্ধান্ত করেননি যে, পুঁজিবাদ তেমনভাবে বিকাশের পরিপূর্ণতা অর্জন না করলে কোনো দেশে বিপ্লব সম্ভব না এবং সেই কারণেই রাশিয়াতেও সেই সময় বিপ্লব সম্ভব ছিল না।

বরং আমরা দেখছি ১৮৮২ সালের *কমিউনিস্ট ইশতেহার*-এর এই মুখবন্ধে তাঁরা রাশিয়ায় যে বিপুল পরিমাণ যৌথ মালিকানাধীন (commune land) জমি ছিল বিপ্লবের পর তাকেই সমাজতান্ত্রিক মালিকানায় রূপান্তরের সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন। রাশিয়াতে তখনো অর্থাৎ ১৮৮২ সালে কোনো মার্কসবাদী বিপ্লবী সংগঠন গড়ে না ওঠা সত্ত্বেও মার্কস রাশিয়াতে বিপ্লবের সম্ভাবনা দেখেছিলেন। আমাদের জানা আছে যে, রাশিয়াতে প্লেখানভের নেতৃত্বে প্রথম মার্কসবাদী সংগঠন গড়ে উঠেছিল ১৮৮৩ সালে। মার্কসের চিন্তা অনুযায়ী রাশিয়াতে বিপ্লবী পরিস্থিতি অনুপস্থিত ছিল অথবা *দাস ক্যাপিটাল*-এর মার্কসীয় ভাবনার বিরুদ্ধে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে ইত্যাদি যাঁরা বলেন তাঁরা আসলে মার্কসবাদকে যান্ত্রিকভাবে বোঝেন। কমিউনিস্ট আদর্শ গ্রহণ করার আগে 'সমাজতন্ত্রী' গ্রামসির ভ্রান্তিও ছিল সেই রকম।

৩

সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সাময়িক বিপর্যয়ের পর বুর্জোয়া বিশ্ব-ব্যবস্থা যেমন উল্লসিত হয়ে উঠেছিল, ২০০৮ সালের মহামন্দার বিপর্যয়ের পর সেই উল্লাস কর্পূরের মতো উবে গেছে। মন্দার চেহারা দেখার পর একদিকে যেমন পাশ্চাত্যের অনেক অর্থনীতিবিদ, দার্শনিক, বুদ্ধিজীবী চিন্তাবিদ আবার মার্কসকে নতুন করে পাঠ করতে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন, অন্যদিকে তেমনি আতঙ্কিত বুর্জোয়াশ্রেণি *কমিউনিস্ট ইশতেহার* ও তার মূল ভাবনা সর্বহারা বিপ্লবের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করেছে। এই কারণে দেখা যাচ্ছে যে ইশতেহার আবার বেশ প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে, আবার নতুন করে ইশতেহার আলোচনায় উঠে এসেছে। এই কয়েক বছরের মধ্যে নানা জনের দীর্ঘ ভূমিকাসহ ইশতেহারের নতুন নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। মন্দার পরে পরেই, ২০১০ সালে, *গ্রেট বুকস, ব্যাড আরগুমেন্টস* শিরোনামে একটি বইতে *কমিউনিস্ট ইশতেহার*-এর সমালোচনামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন ট্রিনিটির ফেলো প্রখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক গ্যারি রানসিম্যান। সমাজতাত্ত্বিক হলেও তিনি একই সাথে পুঁজিপতিও ছিলেন।[১] ইশতেহারকে অবাস্তব প্রমাণ করতে বহুকাল ধরে চলে আসা বুর্জোয়াদের সেই পুরনো যুক্তিগুলি তিনি পুনর্বার ব্যক্ত করেছেন এই প্রবন্ধে, শুধুমাত্র নতুন যুক্তি এই যে, সোভিয়েতের পতনের পর তার মতে সমাজতন্ত্র

১. তিনি নিজেই নিজের পরিচয় দিতেন 'a practising capitalist as well as an academic sociologist' বলে। পারিবারিক সূত্রে তিনি ছিলেন একটি ব্রিটিশ শিপিং কোম্পানির মালিক এবং ট্রিনিটির কাজ ছেড়ে তিনি এই কোম্পানির চেয়ারম্যানের পদেও কাজ করেছেন।

যে কাল্পনিক তা প্রমাণ করার আর কোন অবকাশই নেই। তাঁর প্রবন্ধের নির্যাস বোঝার জন্য একটা উদ্ধৃতি যথেষ্ট। তিনি লিখেছেন–'মার্কসকে এই অভিযোগ থেকে খালাস দেওয়া যায় না যে তিনিও সেইসব লেখকদের মতোই একজন ইউটোপিয়ান ছিলেন ইশতেহারে যাদের কাল্পনিক মতবাদের জন্য তীব্রভাবে নিন্দা করা হয়েছে। ক্রমাগত বর্ধনশীল উৎপাদনশীলতা, অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা এবং সামাজিক সাম্যের বিশ্ব একটি সমাজতান্ত্রিক অসম্ভবতা। বহু সমালোচক তাঁর (মার্কসের) উভয়সঙ্কট এতবার নির্দেশ করেছেন যে, কেন এটি পুনরায় পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন তা জিজ্ঞাসা করা ছাড়া সামান্য কিছুই বলার থাকে বা কোন কিছুই বলার বাকি থাকে না। প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, এইসব জানা সত্ত্বেও, এটি কীভাবে সম্ভব যে, একজন প্রখ্যাত প্রাক্তন মার্কসবাদী পোলিশ ভাষ্যকার এখনও ১৯৭০-এর দশকে বলতে পারেন যে, ইশতেহারে একই সাথে "বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মৌলিক পাঠ্য" এবং "প্রচারমূলক সাহিত্যের মাস্টারপিস"।' তিনি পোলিশ দার্শনিক ও মার্কসবাদী ইতিহাসবিদ লেসজেক কোলাকোস্কির কথা বলছেন।

কমিউনিস্ট ইশতেহার একটি ইউটোপিয় কষ্ট-কল্পনা এমন অভিযোগের উত্তর মনে হয় সবচেয়ে সুন্দরভাবে দেওয়া সম্ভব যদি অতি-সাম্প্রতিককালের থমাস পিকেটির গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলকে তাঁর মুখোমুখি দাঁড় করাই। থমাস পিকেটির ২০১৩ সালে প্রকাশিত *একুশ শতকে পুঁজি* বইটির কথা আপনারা জানেন। থমাস পিকেটি মার্কসবাদ অনুসারী কোন সমাজতান্ত্রিক নন, বরং তিনি মার্কসের চিন্তাকে সঠিক মনে করেন না। তিনি কয়েক দশক ধরে ২০টি উন্নত দেশের দীর্ঘকালীন (কোন কোন ক্ষেত্রে ৩শত বছর) পরিসংখ্যান নিয়ে মার্কসের ইশতেহারের কথার সত্যাসত্য নির্ণয়ে গবেষণা করছেন। তিনি মনে করেন যে, মার্কসের তত্ত্ব পুঁজির অবিরাম সঞ্চয়নের (infinite accumulation of capital) ভুল যুক্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে এবং সেই কারণে ইশতেহারে পুঁজিবাদের ধ্বংসসাধনের (apocalyptic predictions) যে কথা বলা হয়েছে তা সঠিক নয়। তাঁর আকাঙ্ক্ষা যে তিনি ইশতেহারের সেই কথাকে ভুল প্রমাণ করবেন, যা থমাস পিকেটি তাঁর বইতে উদ্ধৃত করেছেন, 'যে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে বুর্জোয়াশ্রেণি উৎপাদন করে ও উৎপাদিত দ্রব্যসমূহ দখল করে, আধুনিক শিল্পের বিকাশ তার পায়ের তলা থেকে সেই ভিত্তিটাই কেড়ে নেয়। তাই বুর্জোয়াশ্রেণি সৃষ্টি করছে তাদেরই (grave-diggers)-যাঁরা তাকে কবর দেবে। বুর্জোয়া ব্যবস্থার পতন এবং প্রলেতারিয়েতের জয়লাভ দুইই সমানভাবে অনিবার্য।' কিন্তু তিনি তাঁর গবেষণায় কী পেয়েছেন? তিনি দেখতে পেয়েছেন যে, মার্কসের যুক্তিটাই সঠিক। তিনি লিখেছেন–'বিশেষ করে, জাতীয় বার্ষিক আয়ের প্রেক্ষিতে পরিমাপ করা হলে ১৯৮০ এবং ১৯৯০ এর দশক থেকে ইউরোপের ধনী দেশগুলিতে এবং জাপানে যেমনভাবে ব্যক্তিগত সম্পদের পরিমাণ অত্যন্ত উচ্চ স্তরে পৌঁছেছে তা সরাসরি মার্কসীয় যুক্তিকে প্রতিফলিত করে।' (পিকেটি, ২০১৭, পৃ-১০)

কিন্তু শুধু এইটুকুই নয়, এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত পিকেটি করেছেন, যা হুবহু মার্কসের যৌক্তিকতাকেই প্রতিষ্ঠা করে। এই প্রসঙ্গে পিকেটি তাঁর গবেষণা থেকে যে সম্ভাব্য বিপদের কথা বলেছেন তা থেকে প্রমাণ হয় যে, মার্কস ইশতেহারে যে কথা বলেছিলেন, অর্থাৎ বুর্জোয়ারা নিজেরাই নিজেদের কবর খুঁড়ছে তা এখনও ভয়ঙ্করভাবে সত্য। সবচেয়ে বড় কথা, যাকে পিকেটি প্রথমাবধি মার্কসের অবাস্তব সিদ্ধান্ত বলেছেন, প্রকারন্তরে সেই পুঁজির অসীম সঞ্চয়ন প্রক্রিয়াকেই কারণ বলে নির্দেশ করতে বাধ্য হয়েছেন। পিকেটি লিখেছেন–'যেখানে কোন কাঠামোগত প্রবৃদ্ধি নেই, অর্থাৎ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির হার এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সমষ্টি "g" যখন শূন্য, তখন তাহলে আমাদের এমন একটি যৌক্তিক অসঙ্গতির সম্মুখীন হতে হয়, যা মার্কসের বর্ণনার খুব কাছাকাছি।'

এরপর পিকেটি সিদ্ধান্ত করেছেন যে, 'মার্কস এইভাবে যে গতিশীল আত্মবিরোধকে নির্দেশ করেছিলেন তা বাস্তব সংকটের সাথে মিলে যাচ্ছে, যেখান থেকে যৌক্তিকভাবে নিষ্ক্রমণের একমাত্র পথ হলো কাঠামোগত প্রবৃদ্ধি, যা পুঁজি সঞ্চয়ের প্রক্রিয়ার ভারসাম্য বজায় রাখার একমাত্র উপায় (কিছুটা পরিমাণে)। শুধুমাত্র উৎপাদনশীলতা এবং জনসংখ্যার নিরন্তর প্রবৃদ্ধিই পুঁজির নতুন সংস্থানের স্থায়ী সংযোজনের পরিপূরক প্রতিষেধক হতে পারে ...। অন্যথায়, পুঁজিপতিরা প্রকৃতপক্ষে নিজেরাই নিজেদের কবর খুঁড়বে: হয় তাঁরা মুনাফার ক্রমহ্রাসমান হারের প্রবণতার বিরুদ্ধে লড়াই করে বেঁচে থাকার মরিয়া প্রচেষ্টায় একে অপরকে ছিঁড়ে ফেলবে (উদাহরণস্বরূপ, যেমনভাবে জার্মানি এবং ফ্রান্স ১৯০৫ এবং ১৯১১ সালের মরক্কোর সংকটের সময় সেরা ঔপনিবেশিক বিনিয়োগের জন্য যুদ্ধ করেছিল) অথবা তাঁরা মজুরকে ক্রমাগত জাতীয় আয়ের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর অংশ গ্রহণ করতে বাধ্য করতে চাইবে, যা শেষ পর্যন্ত সর্বহারা বিপ্লব এবং সাধারণভাবে সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণের দিকে নিয়ে যাবে। যে কোনো ক্ষেত্রে, পুঁজির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বই পুঁজিকে ধ্বংস করবে।' (পিকেটি, ২০১৭, পৃ-২৮৭) মার্কস তো যৌক্তিক বিশ্লেষণে পুঁজিবাদের এই অন্তর্নিহিত এবং অনিরসনীয় দ্বন্দ্বের অস্তিত্বের সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন এবং ক্রমাগত মুনাফার হারের পতনের প্রবণতার কথা বলেছিলেন। তাহলে গ্যারি রানসিম্যান ইশতেহারের যে ঘোষণাকে ইউটোপিয় বলছিলেন তা অন্তত ইশতেহারের ঘোষণার এই অংশ–যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা নিজের কবর নিজেই খুঁড়ছে–তার পরীক্ষিত বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে পারবেন না।

কিন্তু পিকেটি এই গবেষণার ফল প্রকাশের পর ২০২০ সালে আর একটি বই লিখেছেন- *ক্যাপিটাল অ্যান্ড আইডিওলজি*। মজার কথা হলো যে, সেখানে তিনি পরিষ্কার করেই বলেছেন যে, বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কোন অবস্থাতেই আয় ও সম্পদ বণ্টনের বৈষম্য কমাতে পারবে না। বর্তমানে এই বৈষম্য এক চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং

এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে 'সমাজতন্ত্র' চাই। হ্যাঁ, অবশ্যই তাঁর সমাজতন্ত্র মার্কসের সমাজতন্ত্র নয় এবং তিনি একটি ভিন্ন নামও দিয়েছেন–'অংশগ্রহণমূলক সমাজতন্ত্র'। তিন লিখেছেন–'ইতিহাসের অধ্যয়ন আমাকে নিশ্চিত করেছে যে, আজকের পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে অতিক্রম করা এবং একবিংশ শতাব্দীর জন্য একটি নতুন অংশগ্রহণমূলক সমাজতন্ত্রের রূপরেখা তৈরি করা সম্ভব–সামাজিক মালিকানা, শিক্ষা এবং ভাগ-করে-নেওয়া জ্ঞান ও শক্তির (shared knowledge and power) উপর ভিত্তি করে একটি নতুন সর্বজনীন সমতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি।' (পিকেটি, ২০২০, পৃ-৯৬৭) তাঁর এই সমাজতন্ত্রের রূপরেখা তিনি এই বইতে দিয়েছেন। সেই রূপরেখার দীর্ঘ আলোচনা এখানে অবান্তর, কেননা জঁ চার্লস লিওনার্ড সিসমন্ডির কথা জানা থাকলে এই ভাবনার মৌলিক অভিনবত্ব কেউ কিছু পাবে না। বরং ইশতেহারে মার্কস এমন ধারার সমাজতন্ত্রের ভাবনাকে বলেছেন, 'পাতি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র' এবং তাদের সম্পর্কে লিখেছিলেন-'আধুনিক উৎপাদনের অবস্থার মধ্যে স্ববিরোধগুলিকে সমাজতন্ত্রের এই ধারাটি অতি তীক্ষ্ণভাবে উদ্ঘাটন করে দেখিয়েছে। সেটি অর্থনীতিবিদদের ভণ্ড কৈফিয়তের স্বরূপ ফাঁস করেছে, অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণ করেছে যন্ত্র ও শ্রমবিভাগের মারাত্মক ফলাফল, অল্প কয়েকজনের হাতে পুঁজি ও জমির কেন্দ্রীভবন, অতি-উৎপাদন ও সংকট, দেখিয়ে দিয়েছে পেটি-বুর্জোয়া ও চাষির অনিবার্য সর্বনাশ, প্রলেতারিয়েতের দুর্দশা ও উৎপাদনের অরাজকতা, সম্পদ বণ্টনের তীব্র বৈষম্য, বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরস্পরের ধ্বংসাত্মক শিল্পগত লড়াই, সাবেকি নৈতিক বন্ধন, পুরনো পারিবারিক সম্বন্ধ এবং পুরনো জাতিসত্ত্বাগুলির ভাঙ্গন।

যাই হোক, ইতিবাচক লক্ষ্য হিসাবে সমাজতন্ত্রের এই রূপটির আকাঙ্ক্ষা হলো, হয় উৎপাদন ও বিনিময়ের পুরনো উপায় ও সেই সঙ্গে সাবেকি মালিকানা-সম্পর্ক ও পুরনো সমাজ ফিরিয়ে আনা, নয় তো উৎপাদন ও বিনিময়ের বর্তমান উপায়কে মালিকানা-সম্পর্কের সেই পুরনো কাঠামো–যা অনিবার্যভাবেই ভেঙে পড়তে বাধ্য–তার মধ্যেই আড়ষ্ট করে আটকে রাখতে সচেষ্ট হওয়া। উভয় ক্ষেত্রেই তা প্রতিক্রিয়াশীল ও ইউটোপিয়।' (ইশতেহার, পৃ-২৯) থমাস পিকেটির সমাজতন্ত্রের রূপরেখাটি ঠিক তেমনি।

আমরা সাম্প্রতিককালে মার্কসের ইশতেহারের ভাবনার বিরুদ্ধে অত্যন্ত জোরেশোরে ওঠা একটা অভিযোগের উল্লেখ করতে চাই, যদিও বিস্তৃত আলোচনা করা সম্ভব হবে না। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে নতুন একটি শাখা হলো বাস্তুতান্ত্রিক অর্থনীতি (Ecological Economics)। গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগে, বা বলা যেতে পারে সত্তরের দশক থেকে, নতুন বিষয় হিসাবে বাস্তুতান্ত্রিক অর্থনীতি খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বাস্তুতান্ত্রিক অর্থনীতিকে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে নির্দিষ্ট কিছু সমস্যা বা এমন কিছু প্রত্যাহ্বান (challenges) যেগুলো অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের

সাথে জড়িত, তাদের সমাধানকল্পে বিভিন্ন শাখার সমন্বয়ে গঠিত একটি শাখা যা অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপগুলোকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণের কথা বলে, যাতে প্রকৃতির বাস্তুতন্ত্রকে অক্ষত রেখে মানুষের মঙ্গল স্থায়ী বা টেকসই হয়।

এই ধারার অর্থনীতিবিদদের কেউ কেউ অভিযোগ করেন যে, মার্কস নাকি প্রকৃতিকে কোন গুরুত্ব দেননি কারণ মার্কসের অন্ধ মতবাদ অনুযায়ী প্রকৃতি থেকে যা পাওয়া যায় সবই বিনামূল্যে পাওয়া অনুদান (Marx's dogma that everything nature offers us is gratis)। দ্বিতীয়ত, মার্কসের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে বুঝে শুধু রিকার্ডোর সংজ্ঞায়িত জমি (Ricardian land) যা এমন একটা উৎপাদনের উপাদান, যার কোন গুণগত পরিবর্তন হয় না (factor immune to any qualitative change)। তাহলে সত্যি কি প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে মার্কস শুধু জমিই বুঝেছিলেন এবং তিনি ধারণা করেছেন যে, জমির কোন গুণগত পরিবর্তন হয় না? মার্কসের মতো দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী ও ঐতিহাসিক বিচারধারার বিজ্ঞানের যিনি পথিকৃৎ, তিনি এমন একটি স্থির (static), স্থবির, দ্বান্দ্বিক বিকাশহীন অনৈতিহাসিক (ahistorical) দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে তাঁর তত্ত্ব নির্মাণ করেছিলেন? প্রকৃতপক্ষে এই দুটো অভিযোগের কোনটিই সত্য নয় এবং *দাস ক্যাপিটাল*-এ তার অসংখ্য উদাহরণ আছে। তাছাড়া প্রথম অভিযোগটি সম্পর্কে বলা যায় যে, মার্কস-এঙ্গেলসের একদম প্রথমাবস্থায়, যখন তাঁরা উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্বে পৌঁছাননি, সবে *কমিউনিস্ট ইশতেহার* লিখেছেন সেখানেও জমিকে বা মাটিকে উন্নত করার কথা বলেছেন। ফলে মাটির কোন গুণগত পরিবর্তন হয় না এমন রিকার্ডিয়ান ধারণা মার্কস-এঙ্গেলসের কোনদিনই ছিল না। আর যখন মার্কস তাঁর রাজনৈতিক অর্থনীতির সুস্পষ্ট রূপরেখা *পুঁজি* গ্রন্থে দাঁড় করিয়েছেন, তাতে তো অসংখ্য জায়গায় এই সম্পর্কে আলোচনা আছে। বরং পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কীভাবে মাটির প্রাণশক্তিকে ধ্বংস করে *দাস ক্যাপিটাল*-এর অনেক জায়গাতেই তার আলোচনা আছে।

প্রকৃতি এবং তার বাস্তুতন্ত্রকে উপেক্ষা করা তো দূরের কথা, মার্কস বরং প্রকৃতির বিপাকীয় তন্ত্রের ফাটল (metabolic rift) লক্ষ্য করে তার ভিত্তিতে একটি বাস্তুতান্ত্রিক তত্ত্বই খাড়া করেছিলেন। তিনি উল্লেখ করছেন যে, পুঁজিবাদী কৃষি-ব্যবস্থা এবং তার সাথে অপরিকল্পিত নগরায়ন প্রকৃতির বাস্তুতন্ত্রে ব্যাঘাত সৃষ্টির কারণ। মৃত্তিকার পুষ্টির জন্য যে উপাদানগুলি (নাইট্রোজেন, ফসফরাস বা পটাশিয়াম) আবশ্যকীয়ভাবে প্রয়োজন সেইগুলো মৃত্তিকাতে ফিরে আসছে না, বরং শত শত মাইল দূরে খাদ্য বা পোশাকের তন্তু হিসাবে চলে গিয়ে বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য নষ্ট করছে। আর, এই উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য যখন কৃত্রিম সার প্রয়োগ করা হচ্ছে তখন তা আবার নতুন করে বাস্তুতান্ত্রিক সংকট ডেকে আনছে। বর্তমান সময়ের পরিবেশ

আন্দোলনে এবং বাস্তুতান্ত্রিক অর্থনীতিতে প্রকৃতির বিপাকীয় তন্ত্রে যে ফাটলের কথা বলা হয়, আধুনিক পরিবেশ সচেতন এই ভাবনা শুরু হওয়ার একশত বছর আগেই আমরা যেন সেই কথারই অনুরণন শুনতে পাই মার্কসের *পুঁজি* গ্রন্থে। এইসব কারণে অনেকেই আজকে মার্কসকে বাস্তুতান্ত্রিক অর্থনীতি বা সাধারণভাবে বাস্তুতান্ত্রিক বিশ্লেষণের পথিকৃৎদের মধ্যে অন্যতম বলে বিবেচনা করেন তা কোন কারণ ছাড়া নয়। *পুঁজি* গ্রন্থ থেকে নিচের এই উদ্ধৃতি উল্লেখ করা যেতে পারে:

'বিরাট বিরাট কেন্দ্রে জনসংখ্যাকে সমবেত করে এবং শহরবাসী জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে, পুঁজিবাদী উৎপাদন একদিকে সমাজের ঐতিহাসিক সঞ্চলক শক্তিকে (মোটিভ পাওয়ার-কে) কেন্দ্রীভূত করে; অন্যদিকে, তা মানুষ ও মৃত্তিকার মধ্যে বস্তুর সঞ্চলনকে ব্যাহত করে অর্থাৎ মৃত্তিকার যেসব উপাদান মানুষ খাদ্য ও পরিধেয় হিসাবে পরিভোগ করে সেগুলিকে আর মৃত্তিকায় ফিরে আসতে দেয় না; সুতরাং তা মাটির চিরন্তন উর্বরতার আবশ্যিক শর্তগুলিকে লঙ্ঘন করে। ... পুঁজিবাদী কৃষিকর্মে সমস্ত অগ্রগতির মানেই হলো কেবল শ্রমিককেই নয়, সেই সঙ্গে মৃত্তিকাকেও লুণ্ঠন করার কলা-কৌশলের অগ্রগতি; একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মৃত্তিকার উর্বরতা বৃদ্ধিতে অগ্রগতি মানেই হলো সেই উর্বরতার চিরস্থায়ী উৎস সমূহের বিনাশ-সাধনের অগ্রগতি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো যতই একটা দেশ আধুনিক শিল্পের বনিয়াদের উপর বেশি বেশি করে তার বিকাশ-কাণ্ড শুরু করে, ততই তার সর্বনাশের প্রক্রিয়া আরও দ্রুতগতি হয়। অতএব, পুঁজিবাদী উৎপাদন যে প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটায় এবং বিবিধ প্রক্রিয়ার সংযোজনের মাধ্যমে একটি সামাজিক সমগ্রতা গড়ে তোলে, তা কেবল সম্পদের মূল উৎস দুটিকে নিঃশেষিত করার মাধ্যমেই সম্পাদন করে; সেই উৎস দুটি হলো—মৃত্তিকা এবং শ্রমিক।' (মার্কস, ১৮৮৭, পৃ-৩২৫-৩২৬) এই সম্পর্কে আলোচনা আর আমরা দীর্ঘায়িত করতে চাই না। আমরা অন্য কিছু অভিযোগের কথায় যাই।

আমরা জানি, বর্তমান সময়ে পরিবেশ বিপর্যয় এক অন্যতম বৈশ্বিক সমস্যা। বিপর্যয়ের কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা শিল্প-কলখানা, যথেচ্ছ প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ, বিপুল পরিমাণ ক্ষতিকর বর্জ্য সৃষ্টি ও অন্যান্য অনেকরকম মানুষের ক্রিয়া-কাণ্ড যা পরিবেশের ক্ষতির কারণ হয়ে উঠেছে বা প্রকৃতির স্বাভাবিক জলবায়ুর ভারসাম্য নষ্ট করে ফেলছে। পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্র যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, যেভাবে উষ্ণায়ন ঘটছে, যেভাবে প্রকৃতির পরিবেশ রূপান্তরে মানুষের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে তাতে নতুন একটি ভাবনা উঠে এসেছে এবং তার জন্য একটা নতুন শব্দও বিশ্বব্যাপী আলোচনায় এসেছে—তা হলো অ্যানথ্রোপোসিন (Anthropocene)। অ্যানথ্রোপোসিন শব্দটি নতুন। বাংলা করলে আমরা 'নব-মানব যুগ' বলতে পারি। এটি ২০০০ সালের প্রথম দশকের গোড়ার দিকে নোবেল বিজয়ী বায়ুমণ্ডলীয় রসায়নবিদ পল ক্রুটজেন এবং জীববিজ্ঞানী ইউজিন স্টোয়ারমারের

হাত ধরে জনপ্রিয় হয়েছে। পৃথিবী গ্রহের ইতিহাসে একটি প্রস্তাবিত ভূতাত্ত্বিক যুগকে বর্ণনা করতে অ্যানথ্রোপোসিন শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে। মানুষের কর্মকাণ্ডের কারণে গ্রহের ভূতত্ত্ব এবং বাস্তুতন্ত্রের উপর তাৎপর্যপূর্ণ এবং ব্যাপক প্রভাব পড়ছে। সেই নব বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ভূতাত্ত্বিক যুগকে চিহ্নিত করার জন্য এই শব্দ এসেছে। অ্যানথ্রোপোসিনের ধারণাটি বোঝায় যে, মানুষের কর্মকাণ্ড এমন প্রভাবশালী শক্তিতে পরিণত হয়েছে যে, সেটা পৃথিবীর পরিবেশকে পরিবর্তন করতে পারে, অনেক ক্ষেত্রে পরিবেশ গঠনে গ্রহের যে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া আছে তাকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। 'This situation is now generally called the Anthropocene, in which humankind has become a major geological force' (crutzen and Stroermer 2000:p-18, as quoted by Kohei Saito 2022) অর্থাৎ এই ভাষ্যমতে মানুষ নিজেই একটি ভূতাত্ত্বিক শক্তি হয়ে উঠে 'নব-মানব' রূপ ধারণ করেছে। এই উভয় ক্ষেত্র থেকেই–'বাস্তুতান্ত্রিক অর্থনৈতিক শাস্ত্র' এবং অ্যানথ্রোপোসিনের প্রবক্তাদের তরফে–ইশতেহারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে অ্যানথ্রোপোসিন ধারণার প্রবক্তরা মনে করেন যে, 'একবিংশ শতাব্দীতে মার্কসের তত্ত্বের উত্তরাধিকার (legacy) বহন করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ক্রমাগত সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। মার্কসের রাজনৈতিক আশাবাদ যা *কমিউনিস্ট ইশতেহার*-এর অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে তাই তার কুখ্যাত এবং অগ্রহণযোগ্য উৎপাদনবাদ ও নৃতাত্ত্বিকবাদের বিরুদ্ধে বারংবার উত্থাপিত হচ্ছে।' তাঁরা এই বিষয়ে কাঠগড়ায় তুলেছেন *কমিউনিস্ট ইশতেহার*-এর ঐতিহাসিক বস্তুবাদী ব্যাখ্যাকে। বলছেন–'সংক্ষেপে, ঐতিহাসিক অগ্রগতি সম্পর্কে মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গি হতাশাজনকভাবে পুরানো বলে মনে হয়।' (In short, Marx's view of historical progress appears hopelessly outdated.) (কোহেই সাইটো, ২০২২, পৃ-২) তাদের যুক্তিটা হলো যে, মার্কস বলেছেন যে, ক্রমাগত উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে উৎপাদন সম্পর্কের দ্বন্দ্ব দেখা দেয় এবং পুরনো ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। তাদের মতে বিশ্বব্যাপী পরিবেশগত সংকটের (global ecological crisis) কারণে বুর্জোয়াদের এখন উৎপাদিকা শক্তির ক্রমাগত বৃদ্ধির আর কোন সুযোগ নেই। এই কারণেই মার্কসবাদকে রক্ষার যে সামান্য সুযোগ আছে তার জন্য মার্কসের 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' নামে কুখ্যাত গ্রান্ড স্কিমকে বাতিল করতে হবে।

তাদের অভিযোগলিপি বহু-বিস্তৃত হলেও মূল অভিযোগ হলো যে, মার্কস এবং এঙ্গেলস তাদের সমাজতন্ত্রের তাত্ত্বিক কাঠামোর রূপ দেওয়ার সময় প্রকৃতির কথা বিবেচনা করেননি। প্রকৃতির সীমিত (finite) সম্পদের কথা বিবেচনা করেননি বলেই তাঁরা উৎপাদিকা শক্তিকে অসীম (infinite) স্তরে উন্নীত করার কথা বলেছেন। এই প্রসঙ্গে

তাঁরা অনেক সময়ই এঙ্গেলসের লেখা *প্রিনসিপলস অব কমিউনিজম*-(১৮৪৭) এবং মার্কসের সাথে যৌথভাবে লেখা *কমিউনিস্ট ইশতেহার*-(১৮৪৮) থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন। এঙ্গেলসের ১৮৪৭ সালের লেখায় আছে 'একবার ব্যক্তিগত মালিকানার নাগপাশ থেকে মুক্তি পাওয়ার পরে, বৃহত্তর শিল্প এমন একটি উৎপাদনের মাত্রায় (scale) উন্নীত হবে, যার তুলনায় বর্তমান স্তরের বিকাশকে মনে হবে অতি নগণ্য, যেমন পূর্বের কারখানাজাত (manufacturing) উৎপাদন ব্যবস্থাকে আমাদের আধুনিক বৃহত্তর শিল্প-ব্যবস্থার তুলনায় মনে হয় তুচ্ছ। শিল্পের এই বিকাশ সমাজকে সকলের চাহিদা পূরণের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে পণ্য সরবরাহ করবে।' দ্বিতীয় যে উদ্ধৃতি ইশতেহার থেকে ব্যবহার করা হয়, সেখানে আছে-'বুর্জোয়াদের হাত থেকে ক্রমান্বয়ে সমস্ত পুঁজি কেড়ে নিতে, উৎপাদনের সমস্ত উপকরণ রাষ্ট্রের হাতে, অর্থাৎ শাসকশ্রেণি হিসাবে সংগঠিত প্রলেতারিয়েত রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীভূত করত, এবং উৎপাদিকা শক্তিগুলিকে যত দ্রুত সম্ভব বাড়িয়ে তুলতে প্রলেতারিয়েত তার রাজনৈতিক আধিপত্যকে ব্যবহার করবে।'

এই বিষয়ে প্রথমে যে কথাটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রথম লেখাটি এঙ্গেলসের অল্প বয়সের লেখা এবং মার্কস-এঙ্গেলসের চিন্তা অবশ্যই তার পরে অনেক পরিণত রূপ পেয়েছে। যদিও একেবারে শুরুতেই তাঁরা যে কথা বলেছেন সেখান থেকেও বলা যাবে না যে, তাঁরা প্রকৃতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অসচেতন ছিলেন, বরং ঘটনা সম্পূর্ণ তার বিপরীত। তাঁরা মনেই করেছেন মানুষও প্রকৃতির অংশ। তাঁরা লিখেছেন-'বাস্তবে, মানুষ তার পুষ্টি, তাপ ব্যবস্থা, পরিচ্ছদ, বাসস্থান ইত্যাদির জন্য কেবল প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীল ... মানুষ প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে বেঁচে আছে, যার অর্থ, প্রকৃতিই হচ্ছে তার শরীর এবং মৃত্যু থেকে বাঁচতে গেলে তাকে সবসময় প্রকৃতির সঙ্গে একটা সংলাপ চালিয়ে যেতে হবে। আমরা যদি বলি মানুষের বস্তুগত ও মানসিক জীবন প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তাহলে তার অর্থ হচ্ছে প্রকৃতি নিজের সঙ্গেই যুক্ত। কারণ মানুষ প্রকৃতির এক অংশ।' তাহলে তাঁরা প্রকৃতিকে অস্বীকার করেছেন তা কোনভাবেই বলা চলে না।

তাছাড়া ইশতেহারে আর একটা কথা আছে-'Extension of factories and instruments of production owned by the State; the bringing into cultivation of waste-lands, and the improvement of the soil generally in accordance with a common plan.'। এই 'improvement of soil' এবং 'common plan' কথাগুলো কিন্তু মার্কসীয় অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে খুব উল্লেখযোগ্য। এই কথার সাথে যদি মার্কসের *দাস ক্যাপিটাল*-এর বক্তব্য মিলিয়ে দেখি, তবে বুঝতে পারা যাবে যে, এই চিন্তাই পরিণত হয়ে কী রূপ লাভ করেছে। মার্কস তৃতীয় খণ্ডে 'The Genesis of Capitalist

Ground Rent' আলোচনা করতে গিয়ে বলছেন-'বৃহৎ জমির সম্পদ কৃষিক্ষেত্রের জনসংখ্যাকে ক্রমাগত হ্রাস করে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নিয়ে যায় এবং ফলশ্রুতিতে নিরন্তরভাবে বেড়ে চলা শিল্পক্ষেত্রে জনসমষ্টি বড় বড় শহরগুলিতে একসাথে ভীড় করতে থাকে। এর ফলে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয় যা জীবনের প্রকৃতি-নির্দিষ্ট নিয়মের দ্বারা নির্ধারিত সামাজিক আদান-প্রদানের সংহতিতে অপূরণীয় ভাঙনের সৃষ্টি করে। ফলস্বরূপ, মাটির প্রাণশক্তির তছনছ হয়ে অপচয় ঘটে এবং বাণিজ্য এই অপচয়কে কোন একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের সীমানা ছাড়িয়ে অনেক দূরে বয়ে নিয়ে যায়।' (মার্কস, ১৮৯৪, পৃ-৭৯৬)

অ্যান্টি-ডুরিং-এ এঙ্গেলস লিখেছেন আরও স্পষ্ট করে–'সংক্ষেপে, জীব-জন্তু কেবল বাহ্যিক প্রকৃতি ব্যবহার করে এবং কেবল তার উপস্থিতির দ্বারা তাতে পরিবর্তন আনতে পারে; মানুষ এমনভাবে পরিবর্তন করে যাতে প্রকৃতি তার কাজে লাগে, প্রকৃতিকে শাসন করতে পারে। মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে এটিই চূড়ান্ত, অপরিহার্য পার্থক্য এবং আবার সেই শ্রম যা এই পার্থক্য নিয়ে আসে।

কিন্তু আমরা যেন প্রকৃতির উপরে মানুষের বিজয়ের জন্য নিজেদের অতিরিক্তভাবে স্তুতি না করি। এই রকম প্রতিটি বিজয়ের জন্য প্রকৃতি আমাদের উপর প্রতিশোধ নেয়। প্রতিটির ক্ষেত্রে প্রথম স্তরে এমন পরিণাম ডেকে আনে যার উপর আমরা ভরসা করি, তবে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তরে বিষয়টি বেশ আলাদা, এমন অপ্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া হয় যা কেবল প্রায়শই প্রথমটিকে বাতিল করে দেয়।'

প্রকৃতিকে সঠিকভাবে ব্যবহার না করলে প্রকৃতি যে প্রতিশোধ নেয়, এ কথা মার্কস-এঙ্গেলসের আগে কে বলেছেন? প্রকৃতির প্রতিশোধ নেওয়ার বয়ানই তো আজকের পরিবেশ আন্দোলনের মূল কথা। *অ্যান্টি-ডুরিং*-এ এই কথা হলো পরিণত এঙ্গেলসের কথা। নিঃসন্দেহে, এ কথার পর আর যুক্তি করা চলে না যে, এঙ্গেলস প্রকৃতির কথা বিবেচনা করেননি, বাস্তুতন্ত্র সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না বা তাকে গুরুত্ব দেননি। এছাড়া আর একটা কথা যেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তা হলো, পুঁজিবাদের টিকে থাকার একমাত্র শর্ত হলো উদ্বৃত্ত মূল্য থেকে সঞ্চিত পুঁজিকে ক্রমাগত স্থির পুঁজিতে (constant capital) বিনিয়োগ করে উৎপাদিকা শক্তিকে বৃদ্ধি করে যাওয়া এবং নিত্য-নতুন পণ্য ও তার চাহিদা সৃষ্টি করা। বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ Schumpeter ব্যাখ্যা করে বলেছেন–'তাহলে, পুঁজিবাদ প্রকৃতিগতভাবে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের একটি রূপ বা পদ্ধতি এবং শুধুমাত্র কখনো নিশ্চল থাকে না তা নয়, কখনও নিশ্চল থাকতে পারে না। ...নতুন নতুন ভোগ্যপণ্য, নতুন নতুন উৎপাদন পদ্ধতি বা পরিবহন ব্যবস্থা, নতুন নতুন বাজার, শিল্প সংগঠনের নতুন রূপ যা পুঁজিবাদী উদ্যোগ তৈরি করে সেটাই মৌলিক তাড়না যা পুঁজিবাদী চালকযন্ত্রকে গতি দেয় এবং তাকে গতিশীল রাখে।' (স্যুমপিটার, ১৯৭৫, পৃ-৮২-৮৩)

পুঁজিবাদের এই প্রক্রিয়াকে তিনি বলেছেন–The Process of Creative Destruction–সৃজনশীলভাবে ক্রমাগত ধ্বংস করে যাওয়ার পক্রিয়া। আর এই ধ্বংস-সাধন সমাজের কল্যাণের জন্য নয়, মানুষের মঙ্গলের জন্য নয়, পুঁজির মুনাফার জন্য। মার্কসের অর্থনীতিতে বা সমাজতন্ত্রের অর্থনীতিতে টিকে থাকার জন্য কিন্তু এমন কোন শর্ত নেই। সমাজের প্রয়োজন না থাকলেও শুধুমাত্র মুনাফার জন্য বা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য নতুন নতুন পণ্যের প্রয়োজন হয় না। এর সাথে মনে রাখতে হবে যে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নৈরাজ্য দূর করার জন্যই কিন্তু সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে মার্কস পরিকল্পনার কথা বলেছেন। এই পরিকল্পনাই পারে একদিকে সামাজিক সম্পদের অপচয় বন্ধ করতে, অন্যদিকে সমাজে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করতে। 'পরিকল্পনা'–যা সমাজতন্ত্রের অন্যতম বিশেষ স্তম্ভ এবং মার্কসের প্রকৃতি ও জমি ধ্বংস সম্পর্কে ভাবনার কথা বিবেচনা করলে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে প্রকৃতি সংরক্ষণের কোন অসুবিধা তো নেইই, বরং সেটা অবশ্যম্ভাবী শর্ত। বরং বলা ভালো যে, আমরা খুব বুঝতে পারছি পুঁজিবাদকে হটাতে না পারলে প্রকৃতি ধ্বংস বন্ধ করা যাবে না, অন্য কথায় সমাজতন্ত্র না এলে প্রকৃতিকে রক্ষা করা যাবে না।

মার্কসবাদের বিরুদ্ধে বাস্তুতান্ত্রিক অর্থনীতিশাস্ত্র হোক এবং 'নব-মানব যুগ' প্রবক্তারাই হোক যে যে প্রশ্ন তুলেছেন তার সবগুলোই বিবেচনা করা প্রয়োজন এবং উত্তর দেওয়া প্রয়োজন। প্রতিটি প্রশ্নই অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এমনটা থাকাই তো স্বাভাবিক যে মার্কস এবং এঙ্গেলসের যুগে কোন কোন প্রসঙ্গ ভাবার বস্তুগত ভিত্তিই ছিল না, অথবা তার গুরুত্ব তখন বুঝা যায়নি বিধায় মার্কস বা এঙ্গেলসের লেখায় নেই। যেমন, আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, *কমিউনিস্ট ইশতেহার*-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রেক্ষিতে উপনিবেশ বা কৃষক শ্রেণির ভূমিকা আলোচনায় আসেনি। কিন্তু সেই মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে হাতিয়ার করে লেনিন এবং কমরেড মাও কী কৃষকদের প্রশ্ন বা সাম্রাজ্যবাদের প্রশ্নের বিশ্লেষণ করেননি? অথবা, ইশতেহারে শুধুমাত্র সর্বহারা বিপ্লবের কথা বলা হলেও কি লেনিন এবং মাও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ধারণার জন্ম দেননি? প্রকৃতপক্ষে কমিউনিস্ট ইশতেহারেই মার্কসবাদ শুরু এবং সেখানেই শেষ, তা নয়। সময়ের সাথে সাথে যে সমস্ত পরিবর্তন হয়েছে, যেমন যেমন সমস্যা সামনে এসেছে সেইগুলো উত্তর করেই মার্কসবাদ এগিয়েছে। আমাদেরকেও সেইভাবে এগোতে হবে।

সূত্র নির্দেশিকা:

Fedoseyev P. N. et el (1973), *Karl Marx – A Biography*, Institute of Marxism-Leninism, C.P.S.U., Progress, Moscow

Gramsci A. (1917), *The Revolution against Capital,* Avanti!, 24 December 1917 www.marxists.org

K. Marx (1877), *Marx and Engels Correspondence*, International Publishers (1968);

K. Marx (2012), *The Communist Manifesto: A Modern Edition* with Introduction by Eric Hobsbawm,Verso, London

K. Marx (1859), *Historical Notes on the Analysis of Commodities* in Marx, *A Contribution to the Critique of Political Economy*, CW, Vol-29

Kohei Saito (2022), *Marx in the Anthropocene: Towards the idea of Degrowth Communis*, Cambridge University Press

Schumpeter J. A (1975), *Capitalism, Socialism and Democracy*,Harper Perinnial, London

Thomas Piketty (2017), *Capital in the Twenty First Century*, The Belknap Press of Harvard University Press, London (Indian Ecition)

Thomas Piketty (2020), *Capital and Ideology*, The Belknap Press of Harvard University Press, London (Indian Ecition)

মার্কস কে. (১৮৮৭), *দাস ক্যাপিটাল*, খণ্ড-১, ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ পাবলিশিং হাউস, মস্কো, ১৯৫৯ সংস্করণ

মার্কস কে. (১৮৯৪), *দাস ক্যাপিটাল*, খণ্ড-৩, ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ পাবলিশিং হাউস, মস্কো, ১৯৫৯ সংস্করণ